NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অনায়াসের যোগান নষ্টের অধিকার রাখে কি?

জয়সোয়াল-রাহুলের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে চাপে অস্ট্রেলিয়া ৮

কলকাতা ২৪ নভেম্বর ২০২৪ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.11.2024, Vol.18, Issue No. 163 8 Pages, Price 3.00

উপনির্বাচনে তৃণমূলই ছয়ে-ছয়, মাদারিহাটে ছন্নছাড়া বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল যে 'একাধিপত্য' দেখাতে চলেছে, সেই ইঙ্গিত ছিলই। তবে কৌতূহল ছিল, বিজেপির হাতে থাকা মাদারিহাট পদ্মশিবির ধরে রাখতে পারবে কি না। ফল ঘোষণার পরে দেখা গেল, তৃণমূল শুধু ছক্কাই হাঁকাল না, ইতিহাস গড়ে প্রথম বারের জন্য আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বিধানসভা আসনে জোড়াফুল ফুটল। ভোটের ফলাফলে বাকি পাঁচ আসনের মতো মাদারিহাটও বিজেপির ছন্নছাড়া অবস্থা বেআব্রু করে দিল। পাশাপাশিই আরও এক বার ভোটের ফল প্রমাণ করে দিল, বাংলায় বাম-কংগ্রেস এখন প্রান্তিক শক্তি। গ্রাম, শহর; কোনও আসনেই তাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। একমাত্র হাড়োয়া আসনে বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। তবে ছ'টি আসনেই জামানত খুইয়েছেন বাম এবং বাম সমর্থিত প্রার্থীরা। পৃথকভাবে লড়ে ছ'টি আসনেই জামানত খুইয়েছে কংগ্রেসও।

উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের প্রভাব পড়ল না ভোটের ফলে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের দাবি সত্যি প্রমাণ করে ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে রাজ্যে দেখা গেল সবুজ ঝড়। ছয়ে ছক্কা হাঁকালেন ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থীরা। নৈহাটি হাড়োয়া তালডাংরা মেদিনীপুর মাদারিহাট ও সিতাই- সর্বত্রই তৃণমূল প্রার্থীদের কাছে বিশাল ব্যবধানে হারতে হল বিজেপি শিবিরকে। এমনকী, গত ৮ বছর ধরে দখলে রাখা মাদারিহাটও হাতছাড়া হল পদ্ম শিবিরের।

নৈহাটিতে বিপুল পরিমাণে ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। ৪৯ হাজার ১৯৩ ভোটে জয়ী হন তিনি। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৭৮ হাজার ৬১২। অন্যদিকে, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির রূপক মিত্র মাত্র ২৯ হাজার ৪১৯ ভোট পেয়েছেন। একই চিত্র ফুটে উঠেছে সিতাইতেও। সেখানে ১ লাখ ৩০ হাজার ৪৬৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির দীপক কুমার রায়ের থেকে তিনি প্রায় ৫গুণ বেশি ভোট পেয়েছেন।

অন্যদিকে, মাদারিহাটও খোয়া গিয়েছে বিজেপির হাত থেকে। এই উপনির্বাচনে পদ্ম শিবিরের একমাত্র শক্ত ঘুঁটি ছিল এই মাদারিহাট। কিন্তু সেখানেও হালে পানি পেল না বিজেপি। মাদারিহাটে ২৮ হাজার ১৬৮ ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো। এছাড়াও হাড়োয়া মেদিনীপুর তালডাংরাতেও জয়জয়কার ঘাসফুল শিবিরেরই। হাড়োয়াতে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আইএসএফ প্রার্থীর তুলনায় ১ লক্ষ ৩১ হাজার ২৮৪টি বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল ইসলাম। মেদিনীপুর তালডাংরাতেও উৎসবের মেজাজে ঘাসফুল শিবির। মেদিনীপুরে ৩৩ হাজার ৯৯৬ ভোটে জয়লাভ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী সুজয় হাজরা ও তালডাংরাতে ৩৪ হাজার ৮২ ভোটে জয়ী হয়েছে ঘাসফুল শিবির।

অপরদিকে, উপনির্বাচনের এই ফলে আসন বিন্যাস বদলে গিয়েছে বিধানসভার অন্দরেও। শনিবারের আগে পর্যন্ত সরকারি ভাবে বিধানসভায় তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা ছিল ২১৫। শনিবার ৬টি আসনে জয় পাওয়ার পর তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা দাঁড়াল ২২১। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও পাঁচ দল বদলু বিধায়কের সমর্থন। যাঁরা অন্যান্য দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ফলে তাঁদের ধরলে বিধানসভায় তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা ২২৬। উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর মা-মাটিকে ধন্যবাদ জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জয় নিয়ে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নিশ্চিত হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া দেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্রে গেরুয়া ঝড়, আদিবাসী মনে হেমন্তই

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর: ২০১৯ সালের ডিসেম্বর। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ নেওয়ার পর মাত্র চারদিন পেরতে না পেরতেই ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাঁচ বছর পরে সেই দেবেন্দ্র ফড়ণবিসকেই দেখা যাচ্ছে কুরসির কাছাকাছি। আর সেই সময় ফিরে আসছে এক পুরনো ভিডিয়ো। যেখানে এক কবিতা শুনিয়ে বিজেপি নেতা বলেছিলেন, তিনি সমুদ্র ফিরে আসবেন।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাজুটি এগিয়ে ২২৮ আসনে। তাদের প্রত্যাবর্তন যে স্রেফ সময়ের অপেক্ষা তা বলার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। আর এই পরিস্থিতিতে ফিরে আসছে পাঁচ বছর আগের এক মুহূর্ত। উদ্ধব ঠাকরের কাছে হেরে সরে যাওয়ার পর বিরোধী নেতা নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় তিনি মারাঠি ভাষায় বলেছিলেন, 'মি পুনহা ইয়েন।' অর্থাৎ 'আমি ফিরে আসব'। এর পরই তিনি বলেন, 'মেরা পানি উতারতে দেখ কিনারে পর ঘর মত বানা লেনা। ম্যায় সমন্দর হুঁ। লওট কর ভাপিস আউঙ্গা।' যার বাংলা তর্জমা করতে দাঁড়ায়, 'আমার জল সরে গিয়েছে দেখে পাড়ে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলো না। আমি সমুদ্র। ফিরে আসব।'

অন্যদিকে, আদিবাসীদের জমি দখল করছে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা। লাভ জিহাদে আদিবাসী মহিলাদের ফাঁসিয়ে ধর্মবদল হচ্ছে। ক্ষমতায় এলে ঝাড়খণ্ডে এনআরসি। সাঁওতাল পরগনাগুলিতে মুসলিম-আদিবাসী বিভাজনের সবরকম চেষ্টা করেছিল বিজেপি। কিন্তু কাজের কাজ হল না। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মন এখনও মজে হেমন্তেই।

বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এবারের ঝাড়খণ্ড নির্বাচনে শুরু থেকেই উগ্র হিন্দুত্বের লাইনে প্রচার করে গিয়েছে। এতদিনের 'হিন্দু আদিবাসী' বনাম 'খ্রিস্টান আদিবাসীর' প্রচার থেকে সরে এসে এবার মুসলমানদের 'দিগু' অর্থাৎ 'বহিরাগত' হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে বিজেপি। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হল।

লোকসভা নির্বাচন থেকে বিধানসভা নির্বাচন। মাঝে ৬ মাসের ব্যবধান। এই ৬ মাসের মধ্যেই আমূল পরিবর্তন মরাঠাভূমে। লোকসভা নির্বাচনে যেখানে বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে টান পড়েছিল, সেখানেই মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ২২৮-রও বেশি আসনে এগিয়ে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতি। কৃষক আন্দোলন, মরাঠা সংরক্ষণ থেকে শুরু করে অন্তর্ঘাত, বিশ্বাসঘাতকতা- কোনও ইস্যুকেই কাজে লাগাতে পারেনি।

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরের 'উত্তরাধিকার' আর কোনও ঠাকরের হাতে রইল না। বিধানসভা ভোটের ফলাফল স্পষ্ট করে দিল, মরাঠা রাজনীতিতে বালাসাহেবের 'রাজনৈতিক উত্তরসূরি' এখন একনাথ শিন্ডে। যে বালাসাহেবের হাত ধরে শিবসেনার জন্ম, তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র উদ্ধব হেরে গেলেন যুদ্ধে। ধরাশায়ী ভ্রাতুষ্পুত্র রাজ ঠাকরেও।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব, অবিভক্ত শিবসেনার নির্বাচনী প্রতীক 'তির-ধনুক' এমনকি, বালাসাহেব প্রতিষ্ঠিত দলের নামটিও আগেই কেড়ে নিয়েছিলেন শিন্ডে। এ বার উদ্ধবের কাছ থেকে তিনি ছিনিয়ে নিলেন উদ্ধবের প্রয়াত পিতার একান্ত অনুগত মরাঠি ভোটব্যাঙ্কও। অতঃপর পুত্রের হাতে রইল শুধু পিতার স্মৃতিবিজড়িত 'মাতোশ্রী'।

অন্যদিকে, ভোটের আগে যেভাবে আদিবাসীদের অধুনা সবচেয়ে বড় মুখ হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করা হল, সেটাও মেনে নিতে পারেননি আদিবাসীরা। ভোটের আগে হেমন্ত জামিন পেয়ে যান এবং তাঁর জামিন মামলায় ইডিকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করে আদালত। যাতে আদিবাসী মনে বিশ্বাস তৈরি হয়, হেমন্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই হয়েছে। তাতেই সহানুভূতি পেয়ে যান ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া আদিবাসী মহলে হেমন্ত সোরেনের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। শুধু আদিবাসী মহল্লায় বলা ভুল হবে, গোটা ঝাড়খণ্ডেই ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তারই ফলশ্রুতি ঝাড়খণ্ডের এই ফল।

'আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার'

প্রতিক্রিয়া মমতা-অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছয় কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচনের ফল দেখে আপ্লুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে উপনির্বাচনের ফল কার্যত পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরেই সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মমতা। এর ফলে আগামী দিনে তৃণমূল মানুষের জন্য কাজ করায় আরও বেশি উৎসাহ পাবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করেছেন তৃণমূলের সেনাপতি তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। নাম না করে বিজেপিকে 'জমিদার' বলে কটাক্ষ করেছেন দু'জনেই।

উপনির্বাচনের ফল নিয়ে সমাজমাধ্যমের পোস্টে মমতা লিখেছেন, 'আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মা-মাটি-মানুষকে জানাই প্রণাম। আপনাদের এই আশীর্বাদ আমাদের আগামীর চলার পথে আরও সক্রিয় ভাবে কাজ করার উৎসাহ দেবে। মানুষই আমাদের ভরসা। আমরা সবাই সাধারণ মানুষ। এটাই আমাদের পরিচয়।' এর পরেই 'জমিদার প্রসঙ্গ' উঠে এসেছে মমতার বক্তব্যে। তৃণমূল এর আগে অনেক বার বিজেপিকে 'জমিদার' বলে কটাক্ষ করেছে। ছয়ে ছয় পরিষ্কার হওয়ার পর মমতা বলেছেন, 'আমরা জমিদার নই। মানুষের পাহারাদার। মানুষের আশিস আজীবন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে থাকবে।'

'জমিদার' কটাক্ষ ঝরে পড়েছে অভিষেকের পোস্টেও। তিনি লিখেছেন, 'উপনির্বাচনের ছ'টি আসনেই জয়লাভের জন্য তৃণমূল প্রার্থীদের শুভেচ্ছা। বাংলাকে অসম্মান করার জন্য নিজেদের স্বার্থে সংবাদমাধ্যম ও কলকাতা হাইকোর্টের একাংশ এবং জমিদারদের তৈরি করা আখ্যান ভেস্তে দিয়েছে তৃণমূল।' এর পর মাদারিহাটের মানুষকে আলাদা করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক। ওই কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে ছিল। উপনির্বাচনে তা-ও ছিনিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। অভিষেকের কথায়, 'মাদারিহাটের মানুষকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ। আমাদের প্রথম বার সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন আপনারা। গণতান্ত্রিক ভাবে বাংলা-বিরোধীদের হারিয়ে আমাদের উপরে ভরসা রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে আমি মাথা নত করছি।' দলের তৃণমূল স্তরের নেতা-কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক।

মহারাষ্ট্রে গেরুয়া ঝড়ের পরে বার্তা নরেন্দ্র মোদির

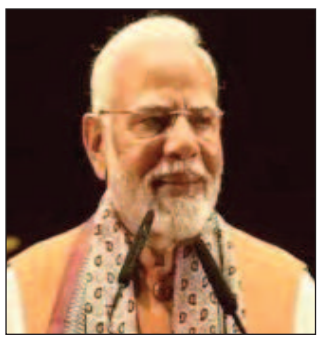

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: মহারাষ্ট্রে সব অনুমান ছাপিয়ে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ফিরছে বিজেপি। ধরাশায়ী বিরোধী শিবির। এই জয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দিলেন। লেখেন, 'উন্নয়নের জয়, সুশাসনের জয়। একসঙ্গে থাকলে আরও শীর্ষে পৌঁছব আমরা।'

একটি পোস্টে মোদি লেখেন, 'মহারাষ্ট্রের আমার বোন ও ভাইদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, বিশেষ করে রাজ্যের যুবক ও মহিলাদের, এনডিএ-র জন্য ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। এই স্নেহ এবং উষ্ণতা অতুলনীয়।' মোদি আরও লেখেন, 'আমি জনগণকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমাদের জোট মহারাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাজ করে যাবে। জয় মহারাষ্ট্র। দলের নেতাকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। লেখেন, 'তাঁরা (দলীয় কর্মীরা) কঠোর পরিশ্রম করেছেন, জনগণের মধ্যে গিয়েছেন এবং আমাদের সুশাসনের এজেন্ডা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন।'

মহারাষ্ট্রে বিরাট জয়ের পথে শাসক জোট 'মহাজুটি'। ২৮৮ আসনের বিধানসভায় তারা ২৩৩টি পেতে চলেছে। বিরোধী 'মহা বিকাশ আঘাড়ি' জোট সেখানে মাত্র ৫০টি আসনে পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, বিজেপি একাই ১২৫-এর বেশি আসন পেতে চলেছে। সব ঠিক থাকলে মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডে বিজেপি আশানুরূপ ফল না করতে পারলেও সেরাজ্যের জনতা তথা দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন মোদি। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সমর্থন করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই ঝাড়খণ্ডের জনগণকে। আমরা জনগণের সমস্যা উত্থাপন করব, রাষ্ট্রের কাজ করতে সর্বদা অগ্রণী থাকব।' এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডে জেএমএম জোট তথা ইন্ডিয়া ৫৭টি আসনে এগিয়ে। সেখানে বিজেপি জোট তথা এনডিএ এগিয়ে ২৩টি আসনে। অন্যান্য ১।

ওয়েনাড়ে দাদা রাহুলের রেকর্ড ভাঙলেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর: ওয়েনাড়ে প্রথমবার নির্বাচনী ভাগ্যপরীক্ষায় নেমে প্রত্যাশিতভাবেই ছক্কা হাঁকালেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। প্রায় ২ দশক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির ময়দানে থাকলেও ভোট রাজনীতিতে এটাই কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদকের হাতেখড়ি। প্রিয়াঙ্কার এই ভোট অভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে প্রাণপাত করেছে গোটা কংগ্রেস দল। লক্ষ্য ছিল, অন্তত পাঁচ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জেতানো জাতীয় স্তরে দলের অন্যতম মুখকে। জীবনে প্রথম বার ভোটে লড়তে নেমে দাদা রাহুল গান্ধির রেকর্ড ভেঙে দিলেন বোন প্রিয়াঙ্কা। কেরলের ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্রে ৪ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি ভোটে হারালেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই প্রার্থীকে। পেলেন প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট। মাত্র ছ'মাস আগে ওই আসনে তাঁর দাদা রাহুল ওয়েনাড়ে জিতেছিলেন ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ভোটে। তাঁর ঝুলিতে গিয়েছিল প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট। কিন্তু লোকসভার বিরোধী দলনেতা হওয়ার পরে উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলী ধরে রেখে ওয়েনাড়ের সাংসদ পদে ইস্তফা দেন তিনি। তাই সেখানে উপনির্বাচন হয়েছে। উপনির্বাচনে জয়ের ব্যবধানের নিরিখে শনিবার বাবা রাজীব গান্ধি এবং ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধিকেও হারিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। তবে সামান্য ব্যবধানে হেরেছেন মা সোনিয়ার কাছে। প্রিয়াঙ্কার জয়ের ফলে সংসদে একসঙ্গে প্রবেশ করছেন কংগ্রেসের ৩ গান্ধি। রাহুল গান্ধি রায়বরেলি থেকে সাংসদ হিসাবে লোকসভায় রয়েছেন। প্রিয়াঙ্কাও ওয়েনাড় থেকে জিতে সংসদে যাচ্ছেন। প্রথমবার ভাই-বোন একসঙ্গে লোকসভায় বিজেপিকে আক্রমণ করবেন। সোনিয়া গান্ধি আগেই রাজ্যসভায় গিয়েছেন। শনিবার ভোটগণনার পরে প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, 'অভিনন্দন পি...। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সব সময় তোমার পাশে থেকেছি। আজ তোমার সেরা দিন।'

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল পদে তৃতীয় বছরের সূচনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতীতের মতভেদ ভুলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শুক্রবার সিভি আনন্দ বোস দু-বছর সম্পূর্ণ করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি উপহার-সহ মুখমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বলে রাজবন সূত্রে জানা গিয়েছে। সেখানে তিনি শপথ নেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীরর সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজ্যপালের উপহারের পাল্টা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর তরফেও তাঁকে শুভেচ্ছাবার্তা ও মিষ্টি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

হার পিকে-র নতুন দলের

পাটনা, ২৩ নভেম্বর: নির্বাচনে অনেক রাজনৈতিক দলকে জিতিয়ে ক্ষমতায় এনেছিলেন। সেই ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পিকে)-এর তৈরি নতুন দল জন সুরাজ প্রথম বার বিহারের উপনির্বাচনে চার বিধানসভা আসনে লড়াই করে হেরেছে চারটিতেই। বিহারের ইমামগঞ্জে জিতেন্দ্র পাসোয়ান, বেলাগঞ্জে মহম্মদ আমজাদ, রামগড়ে সুশীলকুমার সিংহ, তারারিতে কিরণ সিংহকে প্রার্থী করেছিল জন সুরাজ। চার জনেরই জামানত জধ হয়েছে। গত ২ অক্টোবর পিকের জন সুরাজ দল আত্মপ্রকাশ করে বিহারের পাটনায়। ওই দিনই তিনি দাবি করেছিলেন, জন সুরাজ ভোট রাজনীতির ময়দানে নামলে নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) ২০টির বেশি আসন পাবে না। কেন তিনি আত্মবিশ্বাসী, তার যুক্তিও দিয়েছিলেন।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

উপনির্বাচনে বিজেপির হারের পর জোড়া 'উপলব্ধি' শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাজ্যের ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনের গণনা ছিল। একটিতেও জিততে পারেনি বিজেপি। ধরে রাখতে পারেনি মাদারিহাটের জেতা আসনও। সিতাই এবং হাড়োয়ায় জামানত জব্দ হয়েছে বিজেপি প্রার্থীদের। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির প্রয়োজন 'নির্বাচনমুখী সংগঠন' এবং 'আন্দোলনমুখী মোর্চা'। শনিবার উপনির্বাচনে বিজেপির হারের পর এমনই 'উপলব্ধি' বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। শুভেন্দুর অবশ্য বক্তব্য, উপনির্বাচনের এই ছ'টি আসন নিয়ে তাঁরা ভাবেননি। তাঁদের লক্ষ্য ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। সেই উদ্দেশ্যেই 'নির্বাচনমুখী সংগঠন' এবং 'আন্দোলনমুখী মোর্চা'র প্রয়োজনীয়তার কথা দলকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। হাতে যে আর মাত্র এক বছর সময় রয়েছে, তা-ও বলেছেন শুভেন্দু। হাড়োয়ার উপনির্বাচনে দলের জামানত জব্দ হয়েছে। তবে তা নিয়ে ভাবিত নন বিরোধী দলনেতা। ২০২৬ সালের ভোটেও হাড়োয়া থেকে বিজেপি জিততে পারবে না বলে ভবিষ্যদ্বাণী শুভেন্দুর। তাঁর কথায়, 'হাড়োয়ায় আমরা কোনও দিনই জিতিনি। ভবিষ্যতেও জিতব না।' কেন এ কথা মনে করছেন, সেই ব্যাখ্যাও দেন তিনি। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, হাড়োয়ায় ৮০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার থাকার কারণেই সেখানে বিজেপির জয়ের আশা নেই। একই ভাবে সিতাইয়ের বিষয়েও খুব একটা আশাবাদী নন বিরোধী দলনেতা। তাঁর মতে সেখানেও প্রায় ৪০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন। ২০২৬ সালের ভোটে সেখানে দল লড়াই করলেও জয়ের বিষয়ে সংশয়ে রয়েছেন তিনি। যদিও বাকি চার আসনে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভাল ফলের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দু। পাশাপাশি, এই ছয় আসনের উপনির্বাচন নিয়েও বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে বিরোধী দলনেতার। তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগে থেকেই দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের ভয় দেখানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাংলাতে উপনির্বাচন হয়নি। ২০২৬ সালে নির্বাচন হবে। মহারাষ্ট্রের মতোই নির্বাচন হবে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি, শিলা দাগা (Shila Daga), স্বামী সুনীল দাগা, ঠিকানা 10 কালি কৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলকাতা-700007, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে শীলা দাগা (Shiela Daga) নামে পরিচিত হলাম যা হলফনামা নং 04AA 856430 dated 05/12/2005 নোটারি পাবলিক ব্যাঙ্কশাল কোর্ট-এ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন শিলা দাগা (Shila Daga) এবং শীলা দাগা (Shiela Daga) উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ইংরাজী ২১/০৮/২০২৪ তারিখে S.D.E.M. (S). Berhampore, Murshidabad আদালতের SL. No. 2041 হলফনামা বলে ঘোষনা করেতেছি যে, আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ও আমার ছেলের নাম AMJAD ALI এবং AHMMAD ALI লিপিবদ্ধ আছে। যাহা হবে AMJAD MANDAL এবং AHMMAD MANDAL, AMJAD MANDAL ও AMJAD ALI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং AHMMAD MANDAL ও AHMMAD ALI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

PUBLIC NOTICE

Dist. Nadia
IN THE COURT OF THE Ld. CIVIL JUDGE (SR. DIVN.) 3rd COURT, KRISHNAGAR, NADIA
T.S. No. 70/2021

Plaintiff: Sandip@ Mahapatra Saha, S/O- Nilratan Saha, R/O- Vill- Chapra Thana Para, P.O-Bangaljhi, P.S- Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123

---Versus---

Defendants: 1. Gour Chandra Saha S/O- Nilratan Saha, 2. Gita Rani Saha (expung) Wife of Nilratan Saha, 3. Biswanath Halder, S/O Nirapad Halder, R/O Vill-Chapra Thana Para Post. Bangalijhi, P.S. Chapra, Dist. Nadia, Pin- 741123

NOTICE is hereby given that, the above named plaintiff filed the above referred suit for Partition against above referred defendant No. 3 and others. If the defendant No. 3 referred above is having objection then they may appear before this court on 9/12/2024 at 10.30 AM appear in person or through Ld. Advocate and file show cause/written statement else law would take its own course.

By order of the Court
Bikram Agarwala
Sheristadar
Civil Judge (Sr. Divs.)
1st Court, Krishnagar, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্যামল বৈশ্য, পিতা ৺মনীন্দ্র বৈশ্য, সাং হৃষি, পোঃ-বিশ্বরম্ভা, থানা পূর্বস্থলী, জেলা পূর্ব বর্ধমান। হৃষি মৌজা জে এল নং ৭২, খতিয়ান নং ৫৯২৪, দাগ নং ৮৮৭, পরিমান ৬.৫ শতক। ফলেয়া মৌজা জে এল নং ৭৩, খতিয়ান নং ৬১২৩, দাগ নং ১২৩৪, পরিমান ১০ শতক, মোট ১৬.৫ শতক স্বত্বের পক্ষে ইংরাজীর ১৬/০৬/২০২৩ তারিখে বর্ধমান সাব রেজিষ্টার-II অফিসে আমমোক্তারনামা শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, পিতা ৺প্রফুল্ল দাস সাং হৃষি পোঃ-বিশ্বরম্ভা, থানা পূর্বস্থলী, জেলা পূর্ব বর্ধমান এর পক্ষে আমমোক্তার নামা নিযুক্ত হইল। অতঃ পর উক্ত আমমোক্তার কাকুলী বৈশ্য গুপ্ত, স্বামী শ্যামল বৈশ্য ইংরেজী ১৩/০৮/২০২৪ তারিখে বর্ধমান ডি এস আর-২ রেজিষ্ট্রীকৃত I-৪৬৪২ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে রেজিষ্টার হইল।
আগামী দিনে দলিল গ্রহিতা উক্ত জমির নাম পত্তন করিবেন ইহাতে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে ভূমিসমষ্টি দপ্তরে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the Addl. District Judge (E.C Court)
Paschim Midnapore
O.S. 8/2020 (J.Misc 113/09)

কুমারী মলিনা পাল, পিতা - ৺মদন মোহন পাল, সাং - বাচকা, পোঃ- চন্দ্রকোনা টাউন, পরগনা বগড়ী, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর।
.......দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিনী তাহার পিতা ৺মদন মোহন পাল, সাং - বাচকা, পোঃ চন্দ্রকোনা, থানা- চন্দ্রকোনা টাউন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এর ত্যক্ত ১/১২/১৯৯৯,তারিখের উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে কুমারী মালিনা পাল, দরখাস্তকারিনী দরখাস্ত করিয়াছে এ বিষয়ে কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের (ত্রিশ দিনের) মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অথবা আইন জীবি মারফৎ লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি একতরফা ভাবে শুনানী করিয়া নিষ্পত্তি হইবে,

(ক)তপশীল উইলের তপশীল সম্পত্তির বিবরন।
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস চন্দ্রকোনা টাউন, মৌজা বাচকা, জে.এল, নং -৮৪, খতিয়ান-১৪৭: দাগ নং – ১৫২, ধানীদোয়েম- ৮০ডেঃ, খতিয়ান-১৩৫: দাগ নং – ১১২, ডাঙ্গাঁ পুঃপতিত- ০৬ডেঃ, দাগ নং – ১১৩, বাস্তু- ৫৮ডেঃ, খতিয়ান-২৬৭: ২১১ দাগে পুকুর- ৪৮ডেঃ, ২১৭ দাগে পুকুরপাড় - ৩৫ডেঃ, মোট ২২৭ডেঃ

(খ) তপশীল
জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস চন্দ্রকোনা টাউন, মৌজা-বাচকা, জে.এল. নং- ৮৪, খতিয়ান-১৩৫: দাগ নং – ৩০০, ধানী চাহারাম- ৩৮ডেঃ, দাগ নং – ১১১, ডাঙ্গাঁ পুঃপতিত – ২৮ ডেঃ মধ্যে ০৮ ডেঃ, খতিয়ান-১৪৭: দাগ নং – ১৫২, এক একর মধ্যে ধানীদোয়েম ২০ ডেঃ, মোট ৬৬ডেঃ

(গ) তপশীল
জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস চন্দ্রকোনা টাউন, মৌজা - বাচকা, জে.এল. নং -৮৪, খতিয়ান -১৩৫: দাগ নং – ১১১, ডাঙ্গাঁ পুঃপতিত – ২৮ ডেঃ মধ্যে ২০ ডেঃ, দাগ নং – ৮৯, ধানীদোয়েম – ৩৬ ডেঃ, মোট ৫৬ ডেঃ অনুমত্যানুসারে,

মানস কুমার পাল (Bench Clerk)
Additional District Judge E.C. Court,
Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৪ শে নভেম্বর। ৮ ই অগ্রহায়ণ । রবি বার। নবমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল ও বিংশত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল । মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি: শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি: আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

**(আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা উৎসব, ইতু পুজো।
শিখ গুরু তেগবাহাদুর র পূন্য শহীদ দিবস।)**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

খোদ পুরনিগমের অফিসেই জুয়ার আসর তৃণমূল নেতার, ধৃত ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার খোদ হাওড়া পুরনিগমের ভিতরে চলছিল জুয়ার আসর। খবর পেয়ে জুয়ার আসর থেকে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া থানার পুলিশ। পাশাপাশি ৩৬ হাজার টাকাও উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনিগমের পিছনের দিকে রয়েছে সাফাইকর্মীদের কোয়ার্টার। দীর্ঘ দিন ধরেই সেখানে জুয়ার আসর চলছে বলে খবর মিলেছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালায় হাওড়া থানার পুলিশ। ধৃত ১৩ জনের মধ্যে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাও রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে গেটের বাইরে নিরাপত্তারক্ষীরা থাকা সত্ত্বেও রাতে কীভাবে বহিরাগতেরা ভিতরে প্রবেশ করলেন, এই ঘটনা সামনে আসতেই পুরনিগমের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নগদ ৩৬ হাজার টাকাও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরনিগমের এক কর্মীর জানান, রাতে গেট খোলা রেখেই তারা ঘুমিয়ে পড়েন। যদি এভাবেই গেট খোলা থাকে তাহলে এই ধরণের ঘটনার দায় কে নেবে, তাই নিয়েও উঠছে প্রশ্নও।

যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ‘পুরসভা বন্ধ হওয়ার পরেও কীভাবে বহিরাগতেরা ভিতরে প্রবেশ করছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। কর্তব্যে গাফিলতি থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

যদিও এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলে ধরতে নারাজ গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ সিং বলেন, ‘কলকাতার চেয়েও প্রাচীন শহর হাওড়া, আর সেই হাওড়ার পুরনিগমের মধ্যে মদ্যপ জুয়ার আসর চলছে। এটা আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার নমুনা। দশ বছর ধরে নির্বাচন না হওয়াতে কোনও জন প্রতিনিধি নেই। পুলিশ ও তৃণমূলের মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের কাটমানির জায়গাতে আঁচ আসায় পুলিশ ধরেছে। আবার কিছুদিন পর এরা ছাড়া পেয়ে আবার করবে। পুর প্রশাসক যিনি আছেন তিনি নিজেকে পুরনিগমের পিতৃদেব বলেই মনে করন। পুরনিগমের মধ্যে কোন্য নিরাপত্তা নেই। যে কোনও দিন আরজি কর-এর চেয়েও বড় ঘটনা ঘটে যাবে। এইসব চলছে শাসক দলের মদতেই।’

সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের জন্য রাজ্যের বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি অনুদানে চলা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্মচারী, শিক্ষক, আধিকারিকরা এখন থেকে জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড বা জিপিএফ তহবিলে বছরে ৫ লক্ষ টাকার বেশি জমা করতে পারবেন না। রাজ্য অর্থ দপ্তর এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য এই নির্দেশ গত বছরই জারি করা হয়েছিল। এবার সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের জন্য একই নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে। সরকারি অনুদানে চলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, পুরসভা-পঞ্চায়েতের কর্মী, আধিকারিক প্রভৃতি এখন থেকে প্রতি আর্থিক বছরে ৫ লক্ষ টাকার বেশি জমাতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্য কর্মীদের ক্ষেত্রে মূল বেতনের ন্যূনতম ৬ শতাংশ হারে টাকা কেটে জিপিএফ তহবিলে জমা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কোনও কর্মী চাইলে মূল বেতনের পুরোটাই জিপিএফ তহবিলে জমা দিতে পারেন। আবেদনের ভিত্তিতে বেতন থেকে সেই অতিরিক্ত টাকা কেটে জিপিএফ তহবিলে জমা পড়ে যায়। যেহেতু ব্যাঙ্ক-ডাকঘরের তুলনায় জিপিএফে বেশি সুদ পাওয়া যায়, তাই দীর্ঘ মেয়াদে ভবিষ্যতের জন্য টাকা জমাতে কর্মীদের একটা বড় অংশ বেশি পরিমাণে বেতন থেকে টাকা কাটিয়ে জিপিএফে জমা দেন।

এবার বেশি টাকা রাখলেও কেউ তা একটি আর্থিক বছরে ৫ লক্ষর বেশি দিতে পারবেন না। নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মী সংগঠনের প্রবীণ নেতা মনোজ চক্রবর্তী বলেন, এতে সমতা এল। শিক্ষক, সরকারি কর্মী সবার বেতনের টাকা সরকারি ট্রেজারি থেকে আসে। তাই দু’রকম নিয়ম থাকা ঠিক নয়। অর্থদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাঁদের ইতিমধ্যেই চলতি আর্থিক বছরে জিপিএফ তহবিলে দেওয়া টাকা ৫ লক্ষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের বেতন থেকে এই খাতে ট্রেজারি আর টাকা কাটবে না। সর্বোচ্চ সীমা ছুঁতে যাঁদের এখনও বাকি আছে, তাঁদের ৫ লক্ষ টাকার হিসেব করে বাকি মাসগুলিতে টাকা কাটতে হবে।

পদার্থবিজ্ঞানী স্যার চন্দ্রশেখর রামনকে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদার্থবিজ্ঞানী স্যার চন্দ্রশেখর রামনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন পুরপিতা বিশ্বরূপ দে। সিভি রমন নামেই খ্যাত এই বিজ্ঞানী একসময় উত্তর কলকাতায় থাকতেন। নানা গবেষণাও করেন বৌবাজারে থাকাকালীন। প্রথম এশিয় হিসেবে বিজ্ঞানে ১৯৩০ সালে মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। আলোক বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী গবেষণার জন্য পরিচিত সিভি রামন। তাঁর আবিষ্কার পদার্থ বিজ্ঞান জগতে ‘রামন এফেক্ট’ নামে পরিচিত। তাঁর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন কলকাতা পৌরসভার ৪৮নং ওয়ার্ডের পুরপিতা বিশ্বরূপ দে। তিনি জানান, ‘নোবেল জয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার সি ভি রামন এই অঞ্চলেই পড়াশুনো করতেন ও গবেষণা

করতেন। যা সত্যি অত্যন্ত গর্বের। ইতিহাসের সরণির অন্যতম সি ভি রামন। তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ এই অঞ্চলেই কেটেছে। এখনকার কলেজে অধ্যাপনাও করেন তিনি।’

রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য হাওড়া বিভাগে বাতিল একাধিক লোকাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভারহেড ও ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য হাওড়া বিভাগে রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হবে বলেই জানাল পূর্ব রেল। সাময়িক হাওড়া বিভাগে রেলের ট্র্যাক ও ওভারহেডের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, হাওড়া-ব্যান্ডেল, বর্ধমান-হাওড়া, খানা-গুমানি বিভাগে ২৪ নভেম্বর রবিবার রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হবে বলেই নির্দেশিকাতে জানিয়েছে পূর্ব রেল। এই কাজের দরুন ২৪ নভেম্বর রবিবার বাতিল থাকা লোকাল ট্রেনের তালিকা। ব্যান্ডেল, কাটোয়া, বর্ধমান, আরামবাগ, তারকেশ্বর যাত্রার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

ইছাপুরে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার সকালে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ ইছাপুর কণ্ঠাধার মোড় এলাকায় হানা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম মহম্মদ সিরাজ। ধৃতের বাড়ি নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ায়। কি উদ্দেশ্যে সিরাজ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

লোকাল ট্রেন যাত্রায় বিনোদন, কামরাতে বসছে রেলের টিভি

নিজস্ব প্রতিবেদন লোকাল ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের যাত্রায় অনেকেই একঘেয়েমি অনুভব করেন। সময় কাটাতে হাতের মুঠোফোন তখন একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। যদিও এবার থেকে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগে লোকাল ট্রেন যাত্রার একঘেয়েমি কাটাতে উদ্যোগ নিল পূর্ব রেল।

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, যাত্রী যাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যেই একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের ছয়টি তিন-ফেজ ইএমইউ (ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) রেকে এই উন্নত ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম ইনস্টল করেছে। এই রূপান্তরমূলক প্রকল্পটি শুধুমাত্র ট্রেনের অভ্যন্তরীণ দৃশ্যের দৃষ্টিভঙ্গিই নয় বরং অত্যাবশ্যক তথ্যের সঙ্গে বিনোদনকে একত্রিত করে হাজার হাজার দৈনিক যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেও উন্নত করবে বলেই আশাবাদী পূর্ব রেল।

এই ইএমিউ রেকের প্রতিটি কোচ এখন চারটি অত্যাধুনিক এলইডি/এলসিডি টিভি দিয়ে

সাজানো করা হচ্ছে। এগুলি দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করা হবে। একদিকে তারা আকর্ষক বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন এবং প্রয়োজনীয় রেল বার্তা সম্প্রচার করে এবং সরকারি প্রচারাভিযান যেমন ‘ভিজিল্যান্স উইক’, ‘স্বচ্ছতা হাই সেবা’, ‘অমৃত ভারত’ এবং ‘দেখো আপনা দেশ’ ইত্যাদির সম্প্রসারণ করবে।

অপরদিকে সময় ভাগ করে নেওয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে টিভি স্ক্রিনের ৭০শতাংশ জায়গা বাণিজ্যিক বিষয়বস্তুর জন্য, বাকি ৩০শতাংশ রেলের আপডেট এবং জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ প্রদর্শন করবে। রেল পরিষেবা, নিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং চলমান প্রকল্পগুলির উপর গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলির মাধ্যমে যাত্রীদের অবগত করাবে। যাত্রীদের মধ্যে নাগরিক চেতনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগানোর জন্য সরকারী প্রচার প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। ট্রেনগুলিতে একটি প্রাণবন্ত এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আর উন্নত করবে। এই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রী-কেন্দ্রিক পরিষেবাগুলির সাথে প্রযুক্তির মেলবন্ধনের দ্বারা যাত্রার অনুভূতিকে আরও সুখকর করে তোলার প্রয়াস করছে বলেই পূর্ব রেলের দাবি। পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে একত্রিত করে একটি স্মার্ট, আরও সংযুক্ত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তৈরি করার প্রয়াস বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

প্রয়াত ‘লাল পাহাড়ির দেশে’র স্রষ্টা অরুন কুমার চক্রবর্তী, শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত কবি ও গীতিকার অরুন কুমার চক্রবর্তী। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ৫০ বছর ধরে আজও বাংলা-বাঙালির হৃদয়জুড়ে অরুণ চক্রবর্তীর ‘লাল পাহাড়ির দেশে’। একটা লোকগান সমান জনপ্রিয় হয়ে ৫০ বছর পথ হেঁটে এল, এটা খুব সহজ কথা নয়।

অরুণ চক্রবর্তী পেশায় উঁচু পদমর্যাদার ইঞ্জিয়ার ছিলেন। বরাবরই স্কুলে প্রথম হতেন। আপনভোলা। স্বভাব বাউলও ছিলেন তিনি। তাঁর বন্ধুরা ছিলেন ফুলওয়ালা, ফলওয়ালা, টিটি, কুলি, পুলিশ অফিসার, জি আর পি, মাস্টারমশাই, মদওয়ালা, আশ্রমিক, বাউল, চাষি, কবি, মাছওয়ালা, সন্ন্যাসী, মাতাল, চোর, আপাত পাগলের দল। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে বেড়িয়ে পড়তেন এদিক-ওদিক। বিভিন্ন বাউলের আখড়ায়, লাল মাটির দেশে অথবা অজানা কোনও স্টেশনে। ১৯৭২ সালে শিবপুর বি.ই. কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং

পাশ করে অরুণবাবু তখন চাকরীপ্রার্থী। ট্রেকিংও চলছে পাহাড়ে, সমুদ্র সৈকতে আর জঙ্গলে। সেবছরই এপ্রিলের শেষাশেষি নাগাদ একদিন ভরদুপুরে নেমে পড়েছিলেন শ্রীরামপুর স্টেশনে। স্টেশন চত্বরে থমকে যান একটি গাছ দেখে। গাছটির নাম মহুয়া। যা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বা মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে সাধারণত দেখা যায়। এই গাছের সঙ্গে বনবাসী মানুষদের কোথায় যেন একটা আন্তরিক যোগাযোগ আছে। এর পাতার আগুনে তারা শীত আড়াল করে। ফুলের গন্ধে ভেঙে পড়ে সাগরের ঢেউ, গানে গানে কল্লোলিত হয় অরণ্যনির্জন। এ গাছ ওদের বড়ো আদরের। এর ফলও তারা খায়। এই মহুয়া গাছই অরুণবাবুর মননে জন্ম দেয় একটি মাটির কবিতা। শ্রীরামপুর স্টেশনে মহুয়া গাছটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল গাছটি এখানে ‘মিসফিট’। মনে হয়েছিল ইঁট, কাঠ, পাথরের এ শহরে লাল মাটির গাছ বড়োই বেমানান। সেই ভাবনাই যে একদিন আপামর বাঙালির মন ‘লাল পাহাড়ির দেশে’ টেনে নিয়ে যাবে এমনকি লোকসংগীত ঘরানার চিরকালীন উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে, তা তিনি টেরও পাননি। মাথায় লাল ফেট্টি, পকেটে লজেন্স আর মুখে ‘জয় গুরু’। এটাই কবি অরুণ চক্রবর্তী। তিনি মানুষের জন্য কবিতা লেখেন। মনে করেন, কবিতার মধ্যে এমন একটা শক্তি আর সততা আছে যা পৃথিবীর মঙ্গল করে।

কবি অরুণ চক্রবর্তীর লালপাহাড়ি কবিতার সুর করেছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। ১৯৭৩-৭৪ সালেই সুরারোপণের কাজ হয়ে যায়। খনি অঞ্চলে, সাঁওতাল পাড়ায় মঞ্চে মঞ্চে গেয়ে বেড়ান সুভাষবাবু। ভি বালসারাজি তখন ইনরেকো কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। সুভাষবাবুর মুখে গান শুনে বেশ চমকে গিয়েছিলেন। নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছিলেন। ফোকগানের একটা বাজার আছে, মানুষ শুনতে চায় তার উপর কোম্পানির খুব একটা ক্ষতি হবে না মনে করে তিনি রাজি হয়ে যান। সারা বাংলা, আসাম, ত্রিপুরায় হইচই পড়ে যায়। হু হু করে বিক্রি হতে থাকে রেকর্ড। পরবর্তীকালে লোকাল ট্রেন থেকে বাংলা ব্যান্ড এখনও এই সুরে মাতোয়ারা। ‘সহজিয়া ফাউন্ডেশন’ গত ৮ জুলাই রবীন্দ্র সদনে সম্মান জানায় ‘লালপাহাড়ি’র স্রষ্টাকে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ২০২৪, ৮ অগ্রহায়ণ, রবিবার

বিধানসভা উপনির্বাচনে ৬টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করার পর সবুজ আবির খেলায় মাতলো ঘাষ ফুল শিবির

নির্বাচন কমিশনের এসওপি'র পরিবর্তন না হলে বাংলায় স্বচ্ছ ভোট অসম্ভব: অর্জুন

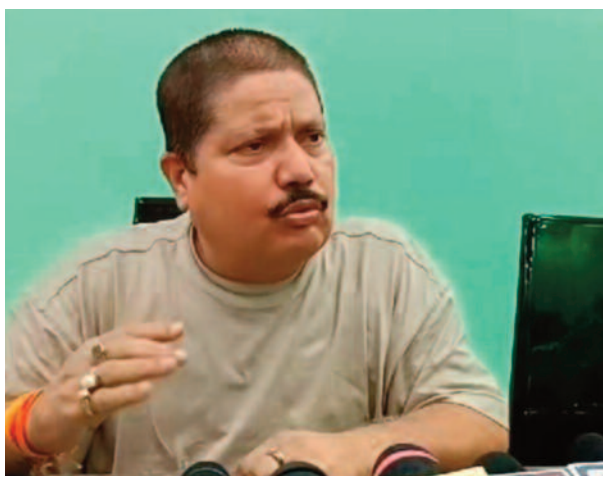

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের এসওপি-র পরিবর্তন না হলে বাংলায় স্বচ্ছ ভোট অসম্ভব। রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিরোধীদের পরাজয় নিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, 'নির্বাচন কমিশনের যে এসওপি তৈরি হয়েছে, তা পুরোপুরি সরকারের অনুকূলে কাজ করছে। ছয় বছর ধরে একজনকে রাজ্য নির্বাচন কমিশন অফিসে বসিয়ে রাখা হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'বাংলায় পুলিশ কমিশনার কিংবা এস পি হলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি। আর থানার ওসিরা হলেন তৃণমূলের টাউন সভাপতি কিংবা ব্লক সভাপতি।' উপনির্বাচনে বিরোধীদের ধরাশায়ী নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এবারে উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষ তো ভোট দিতেই যায় নি। যারা ভোট দিতে যায়নি। তাদের ভোটগুলো সবই তৃণমূলের ঝুলিতে পড়েছে। তাছাড়া যারা মারা গিয়েছেন, তাদের নাম এখনও ভোটার তালিকা থেকে বাদ হয়নি। সেই ভোটগুলোও তৃণমূলের বাক্সে পড়েছে।' এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, 'বিজেপির মূল এজেন্ডা থাকতে হবে নির্বাচন কমিশনের এসওপি পরিবর্তন করা।' তাঁর সংযোজন, 'দেশের অন্যান্য রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের অফিসাররা বুথের ভেতরে বসেন। আর রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টরা বুথের বাইরে বসেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটার কার্ড চেক করে। স্থানীয়রা কেউই প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে থাকেন না। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীকে মাইক্রো অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বাংলায় পোলিং এজেন্ট বুথের ভেতরে বসেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথের বাইরে থাকে। তাই শাসকদলের লোকজন বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেয়। তাঁর কটাক্ষ, 'তৃণমূল প্রার্থী মানুষের রায়ে জিতেছেন কিনা, সেটা বোঝা যাবে ২০২৬ সালের নির্বাচনে।'

নিম্নচাপের জেরে তাপমাত্রায় হেরফের হবে না দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী কয়েকদিন বাংলায় তাপমাত্রার বড়সড় হেরফের হবে না। এমনটাই বলছে হাওয়া অফিসের কর্তারা। আকাশে মেঘের দেখা সেই অর্থে নেই। বৃষ্টিও হবে না। আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্কই থাকবে। কলকাতা-সহ আশপাশের এলাকায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশা দেখা গেলেও বাদ বাকি সময় পরিষ্কারই থাকবে আকাশ।

এদিকে আবার বঙ্গোপসাগরে ঘোঁট পাকাচ্ছে নিম্নচাপ। এদিকে দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। শনিবারের মধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। শনিবারই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়। নিম্নচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া অফিসের কর্তারা। সোমবার শক্তি আরও বেশ কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। এগিয়ে যেতে পারে শ্রীলঙ্কা-তামিলনাড়ু উপকূলের দিকে। তবে এর সরাসরি কোনও প্রভাব বাংলায় পড়বে না বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সব জেলাতেই আগামী কয়েকদিনে নতুন করে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। রবিবার সকালের দিকে ভাল কুয়াশা থাকতে পারে পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আবহাওয়াও মোটের উপর শুষ্ক থাকবে। সকালের দিকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে হালকা কুয়াশার দেখা মিলতে পারে। তবে ঘন কুয়াশার জন্য আপাতত কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী কয়েক দিন খুব একটা তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। নতুন করে তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। আগামী ৪-৫ দিন ১৮ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশেই থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা। শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫১ থেকে ৯১ শতাংশ।

এই জয় মা-মাটি মানুষের জয়: সনৎ দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটি-সহ রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ধরাশায়ী বিরোধীরা। নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন ঘাসফুল প্রার্থী সনৎ দে। জয় নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, এই জয় মা-মাটি-মানুষের জয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্থ ভৌমিকের কৃতিত্বের জয়। নৈহাটিবাসীর চাহিদা মেনে উন্নয়নের আশ্বাস দিলেন জয়ী ঘাসফুলের প্রার্থী সনৎ দে। তাঁর দাবি, বিরোধীরা যতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বলবে। ততই মানুষ তৃণমূলের পক্ষে থাকবে। অপরদিকে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র বলেন, 'গণতন্ত্রের এই রায় মাথা পেতে নিলাম। জয়ী তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আগামীদিনে উনি নৈহাটির জন্য ভালো কাজ করবেন, এটাই আশা করছি।' রূপক বলেন, 'সনৎ বাবুকে অনুরোধ করবো এবারে যাতে নৈহাটিতে ভোট পরবর্তী হিংসা না হয়।' রূপক বাবুর সংযোজন, 'পরাজয়ের কারণ দলে পর্যালোচনা করে দেখা হবে। কোথায় খামতি এবং দুর্বলতা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

শিয়ালদা কোলে র্মাকেট পরর্দিশন করলেন টাস্ক র্ফোসের সদস্যরা।

রাজ্যপালের দ্বিতীয় বছর পূর্তিতে সরকার-রাজভবনের সৌজন্য বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে তৃতীয় বছরের সূচনা উপলক্ষে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতীতের মতভেদ ভুলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শুক্রবার রাজ্যপাল পদে সিভি আনন্দ বোস দু'বছর সম্পূর্ণ করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি উপহার-সহ মুখমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বলে রাজভবন সূত্রে জানা গেছে। সেখানে তিনি শপথ নেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। গত দু'বছর রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছেন তা অভাবনীয় বলে রাজ্যপাল উল্লেখ করেছেন। আগামীতেও তা বজায় থাকবে বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেছেন। যেটুকু মতভেদ রয়েছে তা ভুলে সত্ত্বর রাজভবনে আসার জন্যও তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান। রাজ্যপালের উপহারের পাল্টা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর তরফেও তাঁকে শুভেচ্ছাবার্তা ও মিষ্টি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে রাজ্যপাল পদে সিভি আনন্দ বোসের তৃতীয় বছরের সূচনা স্মরণীয় করে রাখতে শনিবার দিনভর রাজভবনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে প্রধানমন্ত্রীর 'এক পেড় মা কি নাম' কর্মসূচির আওতায় রাজভবন চত্বরে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। জাতীয় সংগ্রহশালা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা রাজ্যপালকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পিছিয়ে পড়া এলাকার পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। একটি চিত্র প্রদর্শনীরও তিনি উদ্বোধন করেন। দুপুরে বিশেষ ভাবে স্বক্ষম ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ উপহার দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় রাজভবনে এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে 'গ্রাউন্ড জিরো গভর্নর ও ব্রেক অ্যান্ড ব্রেক থ্রু' শীর্ষক রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের লেখা দুটি বই প্রকাশ করেন বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী মমতা শংকর।

সাতসকালে বিপত্তি কলকাতা মেট্রোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সাতসকালেই বিপত্তি কলকাতা মেট্রোয়। ফের শহরের বুকে মেট্রো বিভ্রাট। দমদম থেকে কবি সুভাষমুখী মেট্রোর ডাউনলাইনে বিভ্রাট। শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হয় যাত্রীদের। প্রায় ৪০ মিনিট থমকে থাকল মেট্রো। সকালের ব্যস্ত সময় চরম দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। মেট্রো সূত্রে খবর, ৭টা ৫ নাগাদ দমদম থেকে যে মেট্রোটি ছেড়েছিল। তা শোভাবাজার পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। মেট্রোর মধ্যে এবং স্টেশনে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, আপাতত পরিষেবা বন্ধ করা হচ্ছে। যাত্রীদের ট্রেন থেকে নেমে যেতে বলা হয়। কিন্তু, কেন মেট্রো আচমকা থেমে গেল, তা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে। যদিও আপ লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে মেট্রোর তরফে। মেট্রোর কর্তারা জানিয়েছেন, ডাউন লাইনে বিদ্যুতের বিভ্রাটের কারণেই এই সমস্যা। এদিকে সমস্যার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে চলে আসেন মেট্রোর ইঞ্জিনয়াররা। শেষ পর্যন্ত কাজ শেষে ৭.৪৩ নাগাদ ফের স্বাভাবিক হয় পরিষেবা।

ছাত্রীদের গ্রুপ তৈরি করে অশালীন মেসেজ, প্রতিবাদ করায় হুঁশিয়ারি, আতঙ্কিত অভিভাবকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করে একজনকে নয়, একেবারে একদল ছাত্রীকে পাঠানো হল 'অশ্লীল' মেসেজ। একটি নয়, এই ধরনের বহু মেসেজ পাঠানো হয় বেহালার একটি স্কুলের ছাত্রীদের। প্রত্যেকেই পড়াশোনা করছেন বেহালার একটি স্কুলে। আচমকা এই কাণ্ডে আতঙ্কিত অভিভাবকেরা। ভয় পাচ্ছেন মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই পণ্যশ্রী থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে গ্রুপ অ্যাডমিনের বিরুদ্ধে।

অভিভাবকদের বক্তব্য, শুক্রবার একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের লোকজন স্কুলের কাছে তাঁদের সংস্থার প্রচারে এসেছিল। সেখান থেকেই ছাত্রীদের নম্বর পায়। তারপরই দেখা যায় তাঁদের একটি অদ্ভুত গ্রুপে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে। অভিভাবকদের সন্দেহ ওই কম্পিউটার সেন্টার থেকেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। যদিও কম্পিউটার সেন্টারের কর্তাদের মতে তাঁদের সেন্টারের কোনও লোকজন এসব করেনি। ঘটনা জানতে পেরেই তাঁরা সবটা পুলিশকে জানিয়েছেন।

অভিভাবকদের তরফে জানানো হয়, কয়েকদিন ধরেই এই রকম মেসেজ এক ছাত্রীর বাবার কাছেও এসেছিল। তখনই মেয়ের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কোনও গ্রুপে নম্বর অ্যাড করেছে কিনা। মেয়ে বলে সে করেনি। এরপর নজরে আসে প্রায় জনা পঁচিশকে নিয়ে একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে। এক ছাত্রী জানতে চায়, এটা কী জন্য খোলা হয়েছে। যদি কোনও প্রয়োজন না থাকলে তাহলে ডিলিট করে দেওয়ার কথা বলে। তখন একটা ছেলে ভয়েস মেসেজ করে হুঁশিয়ারির সুরে মেসেজ করে। বলে, 'তুমি এত রাগ করছ কেন। ঠাণ্ডা হও নাহলে উড়ে যাবে। আমরা তো খুবই ভয়ে আছি। হঠাৎ এভাবে নম্বর কীভাবে ছড়িয়ে গেল সেটাই বুঝতে পারছি না!' এরই রেশ ধরে অপর এক অভিভাবকও জানান, 'একটা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লোকজন স্কুলের বাইরে প্রচার করছিল। ওরা স্কুলেও ক্লাস করায়। ওরাই নম্বর চেয়েছিল। আমার মা আমাদের বাড়ির নম্বর দেয়। যেটা পড়াশোনার জন্য ব্যবহার করা হয়। ওটাই মা ওই নম্বরটাই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছে দিয়েছিল। তারপরই ওদের বৈঠক আড্ডা নামে একটি গ্রুপে অ্যাড করা হয়। ওখানেই যত কাণ্ড। নানা রকম ভুলভাল মেসেজ করছিল।' সঙ্গে তিনি এও জানান, 'খোঁজ করে কৃষ্ণেন্দু নামের একটা ছেলের পরিচয় মেলে। ও গ্রুপ অ্যাডমিন। বেহালায় বাড়ি। আমি ফোন করে ওই ভুলভাল মেসেজের প্রতিবাদ করি, তখনই থ্রেট দেওয়া হয়।'

রোগী মৃত্যু ঘিরে তাণ্ডব বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেলে, আহত ৩ নার্সিং কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেহালার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে তাণ্ডব। জরুরি বিভাগে ভাঙচুরের অভিযোগ। নষ্ট প্রচুর ওষুধ থেকে ইনজেকশন। আহত তিনজন নার্সিং কর্মী। সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ ঠাকুরপুকুর থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত একজন রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয় বেহালার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু, চিকিৎসা শুরু হলেও রোগীকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। রাত ন'টা নাগাদ ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয় রোগীর পরিবারের।

অভিযোগ, রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ প্রায় কয়েকশ দুষ্কৃতী প্রথমে ভিজিটিং গেটে ভাংচুর চালায়, পরে জরুরি বিভাগে ঢুকে কার্যত তাণ্ডব চালায়।

ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় ধরে চলে তাণ্ডব। আতঙ্কে বেড ছেড়ে পালিয়ে যান অন্যান্য রোগী এবং রোগী পরিবারের সদস্যরা। মেল অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে বেশ কিছু মহিলা ঢুকে যায়। একাধিক ওষুধ, ইনজেকশন নষ্ট হয়ে যায়। নার্সিং কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তিনজন নার্সিং কর্মী আহত হয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বাথরুমেও নিয়ে গিয়ে এক নার্সকে মারা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ছিঁড়ে দেওয়া হয় জামা-কাপড়।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, 'গুরুতর অবস্থায় রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছিল, আমরা খুবই অল্প সময় পেয়েছিলাম, সব রকম চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনতে চায়নি।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পণশ্রী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

সম্পাদকীয়

শাসক যখন সর্বভুক, মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে, তখনই রাষ্ট্রপুঞ্জ নিষ্ক্রিয়

আজ প্যালেস্টাইনের হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সহ গাজার অধিকাংশ বাড়ি নিশ্চিহ্ন। সেখানে এখন শ্মশানের নীরবতা। কেবল নিহতের সংখ্যাই ৪৫ হাজার ছাড়িয়েছে। শান্তিকামী মানুষের প্রশ্ন, এমন নির্মম হত্যা কি কার্যত রক্তের হোলিখেলা নয়? পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আমেরিকার সদ্যপ্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতো যুদ্ধবাজ মেলা ভার! সচেতন মানুষ মাত্রেই জানেন, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর এই নৃশংস ইতিহাস তৈরির মূল রূপকার হলেন জো বাইডেন। প্রকাশ্যে এক দিকে ইউক্রেন, অন্য দিকে ইজরায়েলকে যুদ্ধে বিরত হওয়ার কথা বললেও, তলে তলে বাইডেন বলেন অন্য কথা। যুদ্ধবাজদের প্রতি সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছে আমেরিকা। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গোপন তথ্য সরবরাহ, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সহায়তা, সর্বোপরি অর্থ সাহায্য করে চলেছে। প্রবন্ধকার ঠিকই বলেছেন, আমেরিকা মনে করলে এই যুদ্ধ থেমে যায় এক মাসের মধ্যে। কিন্তু মুনাফার লোভ তো আর দমন হওয়ার নয়! এই অসংখ্য মানুষের মৃত্যু সেখানে বড় নয়, বড় আমিত্ব, অহংবোধ। শাসকের মানবিক রূপ কোথায়? আমরা ১৯৮০ সালের ইরান-ইরাকের উপসাগরীয় যুদ্ধ দেখেছি। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পক্ষ নিয়েছিল আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া। অন্য দিকে, ইরানের পক্ষে ছিল লিবিয়া ও সিরিয়া। যুদ্ধ গড়িয়েছিল ১৯৮৮ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত! পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ক্ষয়ক্ষতিতে জেরবার হয়ে গিয়েছিল ইরান। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ থেমেছিল। কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে, রাষ্ট্রপুঞ্জ বলদর্পী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সরব হতে পারছে না। শাসক যখন সর্বভুক, মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে, তখন রাষ্ট্রপুঞ্জ নিষ্ক্রিয়। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকট বইয়ে উল্লেখ করেছেন, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা নিরাপদ নয়। তারই উদাহরণ, স্বদেশের মানুষের হাতে দুর্বিনীত প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের হত্যা, ফাঁসিকাঠে তাঁর ঝুলন্ত দেহ। আজ গোটা বিশ্ব শান্তির জন্য আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে তাঁর 'মানবিক' রূপ দেখার প্রত্যাশায়।

শব্দবাণ-১১১

				১		
	২		৩		৪	
					৫	
	৬			৭		
৮			৯			
	১০	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. নিরন্তর, ক্রমাগত ৫. শরম ৬. পদবিবিশেষ ৭. আড়ি নয় ৮. মূল্যবান ১০. নতুন বা সংস্কৃত হওয়া।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চাকা ২. পরীক্ষা, পরখ ৩. রাতের বিপরীত ৪. রাগরাগিণী বিশেষ মিশ্রণ ৯. কল্যাণ,মঙ্গল ১১. আহার।

সমাধান: শব্দবাণ-১১০

পাশাপাশি: ১. অচিন ৩. ডাক্তার ৫. বাগান ৬. তফাত ৭. প্রতিম ৯. জবাই ১১. কঠোর ১২. লকার।

উপর-নীচ: ১. অথবা ২. নয়ন ৩. ডাকাত ৪. রমিত ৭. প্রত্যেক ৮. মকর ৯. জঞ্জাল ১০. ইয়ার।

জন্মদিন

আজকের দিন

রবি ঘোষ

১৯৩১. *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রবি ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট নাট্য ও চলচ্চিত্রাভিনেতা অমল পালেকরের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সুব্রত পালের জন্মদিন।*

অনায়াসের যোগান নষ্টের অধিকার রাখে কি?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

গুপী বাঘা র মত হাততালি দিলেই যদি টপাটপ রান্নাবান্না পদ আসতেই থাকে। তবে কেমন হত। ভীষণ মন্দ হত। কারণ আমাদের, এই আমাদের মত বাঙালি , ভারতীয় এমনকি অধিকাংশ মানুষেরই এক অদ্ভুত প্রবণতা তৈরি হচ্ছে - তা হল অপচয় করা। নষ্ট করা। বিশ্বের যেখানেই যে জাতি অর্থনৈতিক ভাবে সচল হচ্ছে সেখানেই তারা সম্পদকে নিজের সম্পত্তি মনে করছে। তারা মনে করছে অর্থ ব্যয় করে কিনছি, তাই অপচয় করার অধিকারটাও সে ধরে। বিশেষ করে খাদ্যের ক্ষেত্রে এ এক বিষম প্রবণতা। চোখ কপালে উঠল, কলমটাও তাই উঠাতেই হল। এ কি ভয়ঙ্কর তথ্য! রাষ্ট্রপুঞ্জের ফুড ওয়েস্ট ইন্ডেক্সের তথ্যানুসারে ২০২২ সালে সারা বিশ্বে ১০৫ কোটি টন খাদ্য নষ্ট হয়েছে। যেখানে সারা বিশ্বের ৭৮.৩ কোটি মানুষ রোজ খিদে নিয়েই ঘুমাতে অভ্যস্ত সেখানে এই তথ্য মনে মোচড় দেয় বইকি। ওই বছরেই ভারতে খাওয়ার নষ্ট প্রায় ৭.৮১ কোটি টন! অর্থাত মাথা পিছু বছরে ৫৫ কিলোগ্রাম খাওয়ার নষ্ট। সুঅভ্যাস গঠন সত্যিই বড্ড কঠিন অতি ভোগবাদের বাজারে। যদি খুব স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া নিয়ে একটু চর্চা করি। কেন আমাদের মত লক্ষ্মীবন্ত মাটিতে এত খাওয়ার নষ্ট? প্রশ্ন করতেই হবে। কারণ আমার দেশটাতো খাদ্যকে রান্নাঘরকে লক্ষ্মী বলে। তারপরেও কি করে এই তথ্য আসে? উত্তর ঘুরেফিরে একটাই আসবে অতি ভোগবাদ। যদি রান্নাটা অনলাইনে না নিয়ে, মশলা বেঁটে, তরিজুত করে কেটে বেছে ফোড়ন দিয়ে বাড়িতে হত তখন বোধহয় এভাবে অপরিমিত খাওয়ার টেবিলে সাজত না। অপচয়টাও হতনা। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের তথ্যসূত্র অনুসারে ভারতে ৫০ হাজার কোটি টাকার খাদ্য নষ্ট হচ্ছে প্রতি বছর। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের সদ্য প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী প্রতি বছর ভারতের গৃহস্থালীর থেকেই ৬৮.৭ মিলিয়ন টন খাদ্য অপচয়ের খাতায় জমা হয়। যা বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে চিন। ন্যাশনাল রিসোর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিল জানাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত খাদ্যের ৪০ শতাংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহারই হয় না। যা এশিয়াতে ১.৩৪ বিলিয়ন টন! যাদের সিংহভাগ হচ্ছে ভারত ও চিন থেকে। ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া র রিপোর্টেও উঠে আসছে দুঃখজনক তথ্য; ভারতের উৎপাদিত খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ খাওয়ার আগেই নষ্ট হচ্ছে। আরো পরিতাপের বিষয়- সব সময়ই যে অতি ভোগবাদী মানসিকতার জন্য খাদ্য অপচয় হচ্ছে এমন না। খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার কিভাবে করতে হয় সে বিষয়ে বড় অংশের মানুষ জ্ঞাত না।

রেস্তোঁরা- খাদ্য অপচয় এক অতি পরিচিত ছবি। ২০২১ এ ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম জানায় বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর আনুমানিক যে ৬৮.৭ মিলিয়ন টন খাদ্য অপচয় হচ্ছে তার ১১.৯ মিলিয়ন টন কেবলমাত্রই রেস্তোঁরা-র। কখনও পর্যাপ্ত সংরক্ষণের অভাব, কখনও ক্রেতার সচেতনতার অভাব। কখনও বিক্রেতার অতিরিক্ত খাদ্য প্রস্তুতের পরিমাণ। এমন অসংখ্য কারণ, পরিকল্পনার অভাবে প্রতিদিন খাদ্য নষ্ট এক স্বাভাবিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই চিত্র যতোনা বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটে শিলমোহর দিচ্ছে তার চাইতে আরো বড় শিলমোহর দিচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের জীবনবোধ সুস্থ অভ্যাসের অভাবকে। একটা সপ্তাহ নিজের জন্য আমাদের জন্য আমরাই না হয় সময় ব্যয় করি। খোলা চোখে নজর রাখি রেস্তোঁরা, হোটেল, এমনকি গৃহস্থালির দিকে। কি ভাবে আসবে জিরো হাঙ্গার? এ যে কাঁঠালের আমসত্ত্ব। রেস্তোঁরায় হোটেলে যেখানে অর্থ ব্যয় করে খেতে যাচ্ছে মানুষ সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিমাণের পরিমাপের সাথে অপরিচিত তারা। নামী রেস্তোঁরা থেকে সাধারণ খাওয়া ঘর যেখানেই যাই- পরিচ্ছন্ন শেষ প্লেট কম , বেশ কম। এই সুঅভ্যাস অনেক সময়ই বাড়িতে তৈরি হয় না। যখন তথ্য আসছে ১৪ শতাংশ ভারতের মানুষ অপুষ্টির শিকার তখনতো আমরা বলিনা- না , দেশে পুষ্টি র কোনো অভাব নেই। পুষ্টির সবটুকু রান্নাঘর থেকে সবার উদরে যেতে পারছে না। সে বিশেষ কিছু প্লেটে টেবিলে যাচ্ছে যারা ভাবছে খাওয়ার কেনার সাধ্য আছে তাই নষ্ট হলে তা আমারই নষ্ট। এখানেই বোধের বিকাশ দরকার। যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে যাই, সেখানেও বেশ বড় অংশের আমন্ত্রিত ভাবছেন- নিয়ে তো নিই থালা ভরে। খেলে খাব। না খেতে পারলে পারব না। ওরা ভাবে না- খাদ্য নষ্ট করছি। ওয়েস্ট লিঙ্ক; একটা নাম বটে। দিল্লিতে যখন এই স্টার্ট অ্যাপটি চলতে শুরু করল কেউ তেমন গুরুত্বই দেয়নি। যারা অতিরিক্ত খাদ্য, খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে, এবং তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চ পুষ্টি গুণ সম্পন্ন পশু খাদ্য হিসেবে রূপান্তর ঘটায়। আরো একটি চেন্নাই এর স্টার্ট অ্যাপ- গ্রিন পড ল্যাব, ২০১৯ এ শুরু- যারা বিশেষ প্যাকেজিং প্রক্রিয়ার মারফত ফল সবজির পচনশীলতা দীর্ঘ সময়ের জন্য রুদ্ধ করছে। এই ধরনের প্রয়াস সারা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে। প্রতিটা প্রয়াসই অভিনব প্রশংসার দাবিদার। বানিজ্যিক ভাবেই কি তবে খাদ্য নষ্ট বদভ্যাস হ্রাস করা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে যখন ৩৮ শতাংশ খাদ্য খাওয়াই হয় না। তারা বিক্রি কিংবা খাওয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়- তখন মনে হয় মানুষের সুঅভ্যাস ফেরাতে যে শক্তি ও সময় ব্যয় হবে তারচেয়ে ঢের শ্রেয় নিত্য নতুন স্টার্ট অ্যাপ লঞ্চ করা। অর্থাত মানুষ তার ভুল অভ্যাস বা ভুল অপরিণত কান্ডের প্রতি বিন্দুমাত্র সচেতন হবে না। আফসোস করবে না। সে জানতেও পারছে না অনেক সময় তার ফেলে রাখা খাদ্যের জন্যই আরো এক বানিজ্যিক মেরু খুলল। খাদ্য নষ্ট বাঁচাতে বাজারে আসবে স্টার্ট অ্যাপ! তবে কি এবার থেকে প্রতিটা গুণগত মানে জাহির করা রেস্তোঁরা- যাদের গড়ে ৩১ থেকে ৪০ শতাংশ খাদ্য ক্রেতার প্লেটে নষ্ট হয়- তারা ক্রতাকেই বলবে এই অতিরিক্ত খাদ্য তারাই যেন স্টার্ট অ্যাপে সংযোগ করেন।

খাদ্য নষ্টে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, নষ্ট রুখতেও কিন্ত খুব কম ব্যয় হচ্ছে না। এও এক আজব ছবি। গত দশ বছরে খাদ্য নষ্ট ঠেকাতে প্রাইভেট সংস্থাগুলি আনুমানিক ৯.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। যার মধ্যে ১.৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ কেবলমাত্রই ২০২২ এ এবং ২০২১ এ তা ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার! এই অঙ্কই স্বীকার করছে খাদ্য অপচয় রোধ একমাত্র বানিজ্যিক ভাবেই করা সম্ভব। এর মধ্যেই আরো এক সঙ্কটের গবেষণা তথ্য এল ২০২৪ এ। ফুড ডেলিভারি অ্যাপ- সত্যিই যেন আধুনিক কালের গুপী বাঘার হাততালি আর মেনু ভরা পাত। যা চায় তাইই পায় মানুষ। চেটেপুটে যারা ব্যঞ্জন বাহার চায় তারা যে মোবাইলে হাততালিতো দূর আঙুল ছোঁয়াতেই এমন সব ঝাল ঝোল অম্বল থাই কাবাব তন্দুরি চাইনিজ সব পাবে তা কি ভাবতে পেরেছিল! এত সুবিধা ! সেই সুবিধাই যে অভ্যাসে অজান্তেই বেশ কিছু অসুবিধা তৈরি করল। তৈরি করল সঙ্কট। আধুনিক কালে বাড়ির তৈরি খাওয়ার যতো না নষ্ট, তারচেয়ে ঢের বেশী অপচয় বাড়িতে বসে অর্ডার দেওয়া অন লাইন ভোজন। করোনা সঙ্কটে অ্যাপ নির্ভর ফুড চেইন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রয়োজনীয়ও হয়। কিন্ত ২০২১ এর স্টাডিতে জানা গেল অ্যাপ বেসড ফুডে চাহিদার চাইতে অতিরিক্ত খাদ্য ক্রয় করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ফুড রিলেটেড বিহেভ আধুনিক কালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ সূচক। ক্রেতা, চরিত্র, ব্যবহার, সামাজিক পারিবারিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোন পরিমাপের জন্য খাওয়ার প্লেট এক মস্ত বড় সূচক। তথ্য পরিসংখ্যান এসব না হয় ছেড়েই দিলাম। সময়ের সাথে এসব বদলাতে পারে। এমনকি পরিসংখ্যান সব সময়ই যে যথার্থ সংখ্যা বলে তা না। কিন্ত তা যে যথেষ্ট ছবি তুলে ধরে তাতো অস্বীকার করতে পারি না। যোগান আছে , অর্থ ব্যয় করতে পারছে বলেই সে যে অপচয়ের মত অধিকার রাখে না এই ভয় মননে প্রোথিত কোথায়। উষ্ণ দেশে খানিক খাদ্য অপচয় প্রাকৃতিক ভাবেই হয়। ভারতের খাদ্য অপচয় তাই সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব না। কিন্ত অসচেতনতা, অগ্রাহ্যের জন্য যে বিপুল খাদ্য নষ্ট হচ্ছে , তা রোধের উপায়? প্রতিটা কোনায় কোনায় তো আর স্টার্ট অ্যাপ গঠন করলে তখন স্টার্ট অ্যাপেও অতিরিক্ত খাদ্য অতিরিক্ত ঠেকবে। অতএব পরে রইল একটাই উপায়- শাস্তি। তাতে খাদ্যের স্বাদ একটুও কমবে না। জার্মানীর বিভিন্ন রেস্তোঁরা-য় বেশ কিছু আগে থেকেই খাদ্য নষ্ট ও শাস্তি প্রদান পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। খাদ্য যদি রেস্তোঁরা-র প্লেটে অবশিষ্ট থাকে- তবে তাকে অতিরিক্ত বিল প্রদান করতেই হবে। এই পন্থা ২০২০ পর আমাদের দেশের কুর্গের এক রেস্তোঁরা-তেও অবলম্বন করা হয়। প্রতি ১০ গ্রাম খাদ্য নষ্টে ১০০ টাকা জরিমানা। যে জরিমানার অর্থ যাবে কোনো সমাজসেবামূলক কাজে। বেশী খাওয়াটা স্বাস্থ্যের ওপর, খাদ্য অপচয় অভ্যাসের ছাড়পত্র। কূর্গের ওই রেস্তোঁরা-র ফর্মূলা সত্যিই কি আমাদের দেশে সর্বত্র আইন করে করা যাবে। অসম্ভব। হৈ চৈ রব উঠবে। একদল বলবে আমার টাকা আমার প্লেট আমার খাওয়ার আমারই করা অবশিষ্ট। কেউ বলবে - কি করে আগেই টের পাব যে খাওয়ার প্লেটেই বাঁচবে। কেউ বলবে খাওয়ার সুস্বাদু না- ইস্ খেতে পারলাম না। ফলে, নৈতিক ভাবে অভ্যাসের ঘরে যদি সত্যিই কোনো পরিবর্তন আনার চেষ্টা রেস্তোঁরা-র কক্ষে শুরু করা হয় তা আদৌ সুফল সুপ্রতিক্রিয়া পাবে না। ভোগবাদী মানসিকতা এবং অতিরিক্ত বানিজ্যিক মনন আপাত প্রাচুর্যতা প্রদর্শন করলেও তা আদতে সঙ্কটের ইঙ্গিতটাই দেয়। তারা উপভোক্তাকে সাড়া দিয়ে বলে - বাই মোর ইট মোর। যা এক মনস্তাত্ত্বিক বানিজ্যিক প্রক্রিয়া। যে মনস্তাত্ত্বিক কৌশলী জালে অধিকাংশ ক্রেতা ভাবে কম কেন একটু বেশী করেই কিনি। এবং অতিরিক্ত খাদ্য বিষয়ে তারা পরবর্তী ভাবনায় যেতেও আগ্রহী না। খাদ্য নষ্টকে খাদ্য ক্রয়ের এবং অর্থ প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই তারা বিবেচনা করছে। ফলে , আমি ভুল করছি এই বোধটাই উদ্রেক হয় না। একজন মধুমেহ রোগীর যতক্ষণ না পর্যন্ত ধরা পরে যে তার মধুমেহ আছে; ততক্ষণ পর্যন্তই সে প্রাণভরে রসগোল্লা চকলেট ইত্যাদি খায়। ধরা পরলে তার মানসিক দুশ্চিন্তার থেকে হয়ত আর খায় না। বা পরিমিত খায়। আমাদের অভ্যাস অগ্রাহ্যে প্রতিদিন যেভাবে খাদ্য নষ্ট হচ্ছে তা যে ভীষণ রোগ, তা যতক্ষণ না আরো একটা খাদ্য সংকট আসছে ততক্ষণ ঠিক অনুভূত হবে না। আপনাকে রাষ্ট্র পুঞ্জের তথ্য একেবারেই বিশ্বাস করতে হবে না। কিন্ত এটা মানেন তো খাদ্য নষ্ট মহা অন্যায়। যদি মানেন, তবেই রাষ্ট্র পুঞ্জের তথ্য দেখবেন। ২০১৯ এ কমকরে ৯৩১ মিলিয়ন টন খাদ্য ডাস্টবিনি নষ্ট হয়েছে। খাদ্য পরিমান যদি অনুমান করি, কত? সারা বিশ্বকে ৭ বার প্রদক্ষিণ করতে পারবে - তত পরিমাণ খাদ্য। আন্তর্জাতিক পার ক্যাপিটা হিসেবে সেবার ১২১ কিলোগ্রাম হারে খাদ্য নষ্ট হয়েছে প্রতি বছরে। যার মধ্যে ৭৪ কিলোগ্রাম বাড়িতেই। যে কথায় নিবন্ধ শুরু- আমাদের সুঅভ্যাস নষ্ট, সত্যিই যে প্রমান পাচ্ছে। খাদ্য নষ্টের তথ্য একটা উপলক্ষ। তথ্য ব্যতিরেখে যদি বলতাম- অনেক খাওয়ার নষ্ট হয় তখন কি তা যুক্তির হাওয়া পেত? তাই তথ্য। উপভোগ করার জন্য খাদ্য । অপচয় উপদেশ কাঁটা চামচে বিঁধছে কারণ ফুড সাপ্লাই চেইন প্রবলেম বিশ্বের অন্যতম সমস্যা। মানুষকে বুঝতে হবে রিসোর্সের জমিদার মালিক কেউ না, তা বিশ্বের সম্পদ। স্টার্ট অ্যাপ সংস্থা মনে রাখে waste does not necessarily mean that the thing is an ultimate waste! সত্যিইতো কিছুই যাবে না ফেলা। তা বলে ফেলা কি যায়? আমরা যারা অগ্রাহ্য করে ফেলি তারা কি গ্রাহ্য করব হেলায় ফেলা যায় না। তা আসলে অনেক মানুষের সঙ্কটের উৎস।

বাংলা বাঙালির নয়

সুবল সরদার

বাংলা বাঙালির নয় অথবা বাঙালির বাংলা নয় এটা কেউ কখনো ১৯৪৭ সালের আগে ভেবে ছিল? যেমন আমরা কখনো ভাবি না এই বঙ্গও একদিন বাংলাদেশের মতো মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সব আন্দোলন, প্রগতিশীলতা, নেতাগিরি, দাদাগিরি,বুদ্ধিজীবী, ধান্দাজীবী, ভাওতাজীবী, ভাতাজীবী সব বন্ধ হবে। আমরা পরিচয় টুকু হারিয়ে নিরাশ্রয় হব, তখন কেমন লাগবে? এখন ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে? খুব শ্রীঘ্রই সেই দুর্দিন আসবে। পারস্য ছাড়া পার্সীদের মতো বাংলা ছাড়া বাঙালিদের সেই ভাগ্য লিখন দেখতে পাচ্ছি। দেশ হারানোর সাথে সাথে তাদের জাতি সত্তা হারিয়ে যায়। আমাদের আগে মাথা গেছে, আগামী দিনে আমাদের ধড় যাবে। আজকের বাংলাদেশে বাঙালিদের স্থান নেই। 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই 'মিলনের গান গেয়ে বাংলাদেশ কেড়ে নিয়েছে।

এবার সেই মিলনের গান গেয়ে এ বঙ্গকে কেড়ে নেওয়ার উপক্রম হয়েছে। ইঁদুর মারা বিষের মতো সেকুলারিজমের তত্ত্ব শুনিয়ে হিন্দু নিধনের ফাঁদ পাতা হয়েছে। এ বঙ্গে সেকুলারিজমের চাষ হয় আর বাংলাদেশে ধর্মের চাষ হয়। এখানে সংখ্যালঘুরা বাড়তে থাকে আর বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুরা কমতে কমতে ৩০ শতাংশ থেকে মাত্র ৮ শতাংশে নেমেছে। মধ্যপ্রাচ্যে বোরখা পরার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় আর এখনে বোরখা পরার জন্যে আন্দোলন হয়।

ধর্মের বিষ বাংলাদেশকে অন্ধ করে তুলেছে। রাষ্ট্র, সংবিধান, মানবিকতা সব গৌন। ধর্ম তাদের মুখ্য। ধর্মের নামে উগ্র বাদীরা দেশ ধ্বংস করে দিতে পারে এখন যেমন বাংলাদেশে হচ্ছে। তারা ধর্মের নামে অমুসলিমদের কেটে ফেলে দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না যা এখন বাংলাদেশে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ আকবরের নামে সারা মুসলিম দুনিয়া এক হতে পারে কিন্তু জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে নেতা, প্রগতিবাদীরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তারা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোঁজে। নাদির শাহ- আলাউদ্দিন খিলজী - থেকে মুঘল সম্রাট ঔরাঙ্গজেব এই সমস্ত নরখাদক শাসকরা খুন, জখম, লুঠ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরিতকরণ যথেচ্ছ অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসের পাতা রক্তাক্ত করে তুলেছে। এখন সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সেকুলারদের তত্ত্ব প্রচার করে তাদের মহান করে তোলা চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে প্রথম সাম্যবাদের প্রচারক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সেই চৈতন্যবাদ দিয়ে বিদেশ থেকে বস্তাপচা সাম্যবাদ আমদানি করছে যা এদেশে আমাদের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। এই সিপিএম, কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেয়।

ইংরেজদের মাথা থেকে যেমন দেশভাগের তত্ত্ব বের হয় নি তেমন সেকুলারিজমের তত্ত্বও বের হয় নি। আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল নেতা, নেত্রীরা দেশ ভাগ করে, সেকুলারিজমের তত্ত্ব বানিয়ে ডিভাইড এন্ড রুল পলিসিতে ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ করার পথ প্রসস্থ করে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ হলো মুসলিম রাষ্ট্র আর ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার দেশ। এখানে সেখানে সংখ্যালঘুদের জন্যে সংখ্যালঘু বোর্ড আছে, হজ কমিটি আছে, ওয়াকফ বোর্ড আছে, লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা আছে যাদের লক্ষ্য হলো মুসলিম রাষ্ট্র বানানো। সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যে ধর্মীয় উদ্মাদনা, অস্থিরতা চলছে সেটা আজ বাংলাদেশে থেকে ভারতে আমদানি হচ্ছে। শান্তির কোন স্থায়ী ঠিকানা তাদের কাছে নেই। শান্তির ললিত বাণী তাদেরকে শান্ত করতে পারে না। সরকার ভোটের লোভে সেই ফাঁদে পা দিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। সারা পৃথিবীর বাঙালি হিন্দুদের এই টুকু ভূমি, সেটা যদি হানাদারদের দখলে চলে যায় পার্সীদের মতো চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। তখন মোদের আশা, মোদের ভাষা কোথায় যাবে, মোদের গরব, মোদের পরব? সময় থাকতে একত্রিত ভাবে প্রতিবাদ করা দরকার এখন তেমন ইহুদীরা জোট বেঁধে উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা জোট বেঁধে লড়াই চালাচ্ছে। 'ধর্ম ব্যক্তির, রাষ্ট্র সবার', এই নীতিতে তারা জীবন পণ লড়াই করছে। 'জননী জন্মভূমিশ্চঃ স্বর্গাদপী গরীয়সী' ছেড়ে তারা কোথাও যেতে চায়না। বাঙালি তার নিজস্ব জাতিসত্ত্বা নিয়ে বেঁচে থাকুক প্রতিবাদী হয়ে। জাগো বাংলা, জাগো বাঙালি মরার আগে একবার জেগে ওঠো।

তৃণমূলের পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর দোকানদারকে, উত্তেজনা খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সালিশি সভার কায়দায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে একজন দোকানদারকে মারধরের অভিযোগ। অভিযোগের তীর তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েতের কোলেপুকুর এলাকার। এই নিয়ে আহত দোকানদার খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চায়ের দোকানে আড্ডা দেয় বিরোধী গোষ্ঠীর তৃণমূল নেতারা। যা একদমই না-পসন্দ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের। তাই প্রৌঢ় চা বিক্রেতাকে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এমনকী এই মারধরের ঘটনা কাউকে জানালে দোকান থেকে উৎখাত করে দোকান জ্বালিয়ে দেওয়ারও ভয়ঙ্কর হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আতঙ্কে গত দু'দিন ধরে থানাতেও যেতে পারেননি বলে দাবি আক্রান্ত ওই প্রৌঢ় চা বিক্রেতা খাইরুল ইসলামের। অবশেষে আতঙ্ক কাটিয়ে শনিবার খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চা বিক্রেতা। ঘটনাস্থলে পুলিশি টহল চলছে। জানা গেছে, খানাকুল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলেপুকুর বাসস্টপ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি চায়ের দোকান চালান খাইরুল। গত কয়েকদিন ধরে এই চায়ের দোকানে চা খেতে আসছিলেন এলাকারই কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। চা খাওয়ার পাশাপাশি তারা বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বসে গল্পগুজব করেন। বসে আড্ডা দেন তারা। এলাকায় তারা খানাকুল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাদশা শাহের বিরোধী গোষ্ঠী বলে পরিচিত। আবার তারা খানাকুল ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শেখ রাজেশের অনুগামী। কেন তারা এখানে এসে চা খেতে খেতে আড্ডা দেবেন? এই প্রশ্ন তোলেন প্রধানের অনুগামীরা। আর এই অভিযোগেই গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে ওই চা বিক্রেতাকে স্থানীয় পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। প্রধানের বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজন যাতে আর না বসে আড্ডা দিতে পারে তার জন্য এই ঘটনা বলেই দাবি প্রধানের বিরোধী গোষ্ঠীর। আক্রান্ত চায়ের দোকানের মালিক খাইরুল ইসলাম বলেন, আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান বাদশা শাহ তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আমি কিছুই জানি না। ওখানে আমাদের পার্টি অফিস আছে। মারধরের কথা শুনিনি। প্রধান হিসাবে সবাই আমার অনুগামী। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে খানাকুল থানার পুলিশ।

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সব্দরনগর গ্রামসভা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সকল সদস্য/ সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে আগামী **২৯.১২.২০২৪** তারিখ (রবিবার) **সকাল ১১.০০ (এগারো)** ঘটিকায় সমিতির অফিস ঘরে অত্র সমবায় সমিতির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য/ সদস্যা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী নির্ঘন্ট (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা ও নির্বাচনী নির্ঘন্ট সংযুক্ত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে বিবেচিত হবে এবং সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

সংযুক্তি- খসড়া নির্বাচক তালিকা ও নির্বাচনী নির্ঘন্ট।
পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা-৯ (নয়) জন
(অসংরক্ষিত ৬ জন, সংরক্ষিত মহিলা ২ জন ও তপশিলী জাতি/ উপজাতি ১ জন)
নির্বাচনী নির্ঘন্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৯/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা	সমিতির এ.আর.ও
২.	খসড়া ভোটার তালিকার উপর আপত্তি গ্রহণ	১৯/১১/২০২৪ থেকে ২২/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	সমিতির ম্যানেজার
৩.	গ্রহীত আপত্তির প্রমানাদি সাপেক্ষে নিষ্পত্তিকরণ	২৩/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২.০০ টা	সমিতির এ.আর.ও
৪.	চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৩/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	নিষ্পত্তিকরণের পরেই	সমিতির এ.আর.ও
৫.	আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র বিলি	০২/১২/২০২৪ থেকে ০৪/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	সমিতির ম্যানেজার
৬.	প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনয়ন পত্র পেশ	২/১২/২০২৪ থেকে ০৪/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা	সমিতির এ.আর.ও
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীগক্ষা	০৬/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২.০০ টা	সমিতির এ.আর.ও
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০৬/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির এ.আর.ও
৯.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	০৯/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বিকেল ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির এ.আর.ও
১০.	প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	০৯/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বিকেলে ৩.০০ টার পরে	সমিতির এ.আর.ও
১১.	প্রতীক বন্টন (প্রয়োজন বোধে)	০৯/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	চুড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের পরে	সমিতির এ.আর.ও
১২.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	২৯/১২/২০২৪	সমিতির অফিস গোডাউয়ান	সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা	সমিতির এ.আর.ও
১৩.	ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা	২৯/১২/২০২৪		গণনা শেষে	সমিতির এ.আর.ও

বিশেষ দ্রষ্টব্য- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি/ পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র, সমিতির পাশবহি, অথবা বিকল্প সচিত্র পরিচয়পত্র ভোটদান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।

সাগরী মন্ডল
সহকারী রিটানিং অফিসার,
সব্দরনগর গ্রামসভা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ব্যাপক ব্যবধানে জয় পেয়ে রেকর্ড গড়লেন শেখ রবিউল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: জয় আগেই নিশ্চিত ছিল। কিন্তু যে ব্যবধানে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া ও নৈহাটি এই দুই উপনির্বাচনে তৃণমূল জয় পেল তাতে আবার প্রমাণিত হয় বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প নেই। বিরোধীদের কুৎসা, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মানুষ বাংলার উন্নয়নের পক্ষেই রায় দিয়েছে। সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ল আইএসএফ ও বিজেপি। উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করল। শাসকদলের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম ভাঙলেন বাবা হাজি নুরুলের রেকর্ড। তিনি ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৮৮ ভোটে জয়লাভ করেছেন। আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল আলম ভোট প্রচারে ব্যাপক ঝড় তুলেছিলেন। কিন্তু ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন দেখা গেল না। ভোট পেয়েছেন মাত্র সাড়ে ২৫ হাজারের কিছু বেশি। বিজেপি প্রার্থী বিমল দাসের পরিস্থিতি আরও খারাপ। তিনি ভোট পেয়েছেন সাড়ে ১৩ হাজারের এর একটু বেশি। হাড়োয়ায় জয়ী তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামকে নিয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকেরা উল্লাস করা শুরু করেছেন। এদিন সকাল থেকেই গণনার গতিপ্রকৃতি ছিল শাসকদলের দিকেই। সময় যত বেড়েছে ততই বেড়েছে ব্যবধান। হাড়োয়া বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম তার বাবা সদ্য প্রয়াত বসিরহাটের সাংসদ তথা হাড়োয়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক হাজি শেখ নুরুল ইসলাম থেকেও বেশি ভোট পেয়ে জিতে রেকর্ড করেছেন। রবিউলের তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলামকে ১,৩১,৩৮৮ ভোটে পরাজিত করে জয়ী পেয়েছেন। রবিউলের প্রাপ্ত ভোট ১,৫৭,০৭২ টি। পিয়ারুল পেয়েছেন ২৫,৬৮৪ টি ভোট। হাড়োয়াতে বিজেপি তৃতীয় স্থানে। বিজেপি প্রার্থী বিমল দাসের প্রাপ্ত ভোট ১৩, ৫৭০টি এবং কংগ্রেস প্রার্থী হাবিব রেজা চৌধুরি পেয়েছেন ৩,৭৬৫ টি ভোট। হাড়োয়ার সব বিরোধী প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়েছে। ২০১৬ ও ২০২১ এর দুই বিধানসভা নির্বাচনে শেখ রবিউল ইসলামের বাবা হাজি শেখ নুরুল ইসলাম পরপর দু'বার হাড়োয়া থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেষবার বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রায় ৮১ হাজার ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলটাকে বসিরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী করে। বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে প্রায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ভোটে হারিয়ে হাজি নুরুল সাংসদ নির্বাচিত হন। লোকসভা নির্বাচনে হাড়োয়া কেন্দ্রে তিনি প্রায় ১ লক্ষ ১১ হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন। তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলাম বাবার রেকর্ড ভেঙে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৮৮ ভোটে জয়লাভ করলেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank | ইলাহাবাদ | ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৬.১২.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রীমতি সোমা দেবী শর্মা এবং শ্রীমতি লিলি শর্মা** **ঠিকানা :** ৪২৬, এফ১-জি১০, পি এ শাহ রোড, যোধপুর পার্ক, লেক গার্ডেনস, কলকাতা ৭০০০৪৫ **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট ৩এ, ৪র্থতল, ছায়া নীড়, ৩৭/১৯/এ, নাকতলা রোড, কলকাতা : ৭০০০৪৭। **শাখা : গড়িয়াহাট**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩-এ, চতুর্থতল, উত্তর দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬০ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং, এক কিচেন ডাইনিং সহ, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে নির্মিত সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ এরিয়া ২ কাঠা ২ ছটাক কমবেশি ভবন পরিচিত "ছায়া নীড়" প্রেমিসেস নং ৩৭/১৯/এ (পুরানো ৩৭/১৯),অবস্থিত মৌজা : নাকতলা, থানা : যাদবপুর, পরবর্তীতে পাটুলি, বর্তমানে নেতাজি নগর, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি সিএস/আরএস প্লট/দাগ নং ২৭ (অংশ), ৪৯০(অংশ), ইপি নং ১৯, এসপি নং ১৯, জেএল নং ৩২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, নাকতলা রোড, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৪৭, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১০ ফুট সড়ক, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** এসপি ৮৭, **পশ্চিমে :** অনিল বড়াল এর সম্পত্তি।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২০,৮৪,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,০৮,৪০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB030297580770 ছ) ১০,০৪,৩৯০.০০ টাকা (দশ লাখ চার হাজার তিনশ নব্বই টাকা) ২০.১১.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : www.indianbank.in
ই-নিলাম ওয়েবসাইট : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগের ব্যক্তি : শাখা ম্যানেজার (৯৯০৩২৪৪৮৯৭) এবং অনুমোদিত অফিসার (৮২১০৪৩৮৮১৫)

তারিখ : ২১.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা | **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

রায়গঞ্জ শহরে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: শনিবার সকালে রায়গঞ্জ শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেয় দমকল বাহিনীকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসলে ছুটে আসে ২টি দমকলের ইঞ্জিন। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্ত্বে আসে। শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় একটি বেসরকারি ফাইন্যান্স অফিসের জানলা দিয়ে এদিন সকালে ধোঁয়া দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। ওই বেসরকারি ফাইন্যান্সের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বাবলু সাহানি জানিয়েছেন, আমি খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অফিসে ছুটে আসি। আমাদের অনুমান, আমাদের অফিসের ভিতরে একটি সার্ভার রুম আছে সেই সার্ভার রুম থেকেই আগুনটা ছড়িয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিবাদে হাতাহাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা সাহেব আলি খাঁ ও সঞ্জয় আলি খাঁ দুই ভাই। এই দুই ভাইয়ের কাকা সাবেদ আলি খাঁ। দীর্ঘদিন ধরেই ৩৫ শতক জমি নিয়ে কাকা ও ভাইপোদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। যদিও দুই ভাইয়ের দাবি, এই ৩৫ শতক জমির কাগজপত্র তাঁদের নামেই করে দিয়েছেন তাঁর পিতা আবেদ আলি খাঁ। আজ যখন সাহেব আলি খাঁ ও সঞ্জয় আলি খাঁ দুই ভাই তাঁদের মাকে নিয়ে ওই জমিতে চাষ করতে যান, ঠিক তখনই তাঁদের কাকা সাবেদ আলি খাঁ তাঁর ভাই, পুত্র, কন্যা এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ওই দুই ভাইয়ের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, বাঁশ লাঠি কোদাল নিয়ে তাঁদেরকে বেধড়ক মারধর করেন। ওই দুই ভাইয়ের মা বেগম বিবি খাঁ, তাঁদের বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মাঠের মধ্যেই ব্যাপক মারধর হয় দু'পক্ষের। ফলে এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোতুলপুর থানার দ্বারস্থ হন বেগম বিবি খাঁ ও তাঁর দুই সন্তান।

মুখ্যমন্ত্রীকে জয় উৎসর্গ করলেন সুজয় হাজরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শনিবার রাজ্যের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলে মেদিনীপুর কেন্দ্রে জয়লাভ করেন তৃণমূল প্রার্থী সুজয় হাজরা। ফলপ্রকাশের পর ৩৩ হাজার ৯৯৬ ভোটে জয়ী মেদিনীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাংবাদিকদের জানান, তার এই জয় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করছেন। এরপর ধন্যবাদ জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যে সব এলাকায় বিরোধীদের ভোট পাওয়া যায়নি সেই সব এলাকায় সাংগঠনিকভাবে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবেন এবং যেসব এলাকায় উন্নয়নগত সমস্যা রয়েছে সে সব সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন সুজয় হাজরা। তৃণমূল প্রার্থীর জয়লাভের পর তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সবুজ আবির মেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায়।

উপনির্বাচনে ভোট করতে দেয় না শাসক দল শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগা: উপনির্বাচনের ফলাফল সব সময় শাসকদলের দিকে যায়, আমারদের লক্ষ্য আগামী ২৬, মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। উপনির্বাচনে ভোট করতে দেওয়া হয় না, রাজের ছয় কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বললেন শান্তনু। ছয় কেন্দ্রে উপনির্বাচনে খাতা খুলতে পারেনি বিজেপি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, উপনির্বাচনের ফলাফল সব সময় শাসকদলের দিকে যায়। আমারদের লক্ষ্য ২০২৬'র নির্বাচন। আর উপনির্বাচনে কোনও ভোট করতে দেয় না রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। ভোট করতে দিলে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন,মহারাষ্ট্রে প্রকৃত ভোট হয়েছে তাই বিজেপি ভালো ফল করেছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank | ইলাহাবাদ | ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১১.১২.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রীমতি চঞ্চলা ঠাকুর,** ঠিকানা : ১ : ২৪, দয়াল মিত্র লেন, কলকাতা : ৭০০০০৬, ঠিকানা ২ : ফ্ল্যাট নং বি, একতলা আরজিএম/২৩/১৪, উত্তর -দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, ডিডি৫/২, দেশবন্ধু নগর, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০০৫৯ **শাখা : পাইকপাড়া**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের ফ্ল্যাট, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক বারান্দা, জল এবং বিদ্যুৎ সুবিধা সহ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৪ বর্গফুট একতলায় ফ্ল্যাট চিহ্নিত বি, নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা ১১ ছটাক পনেরো বর্গফুট কমবেশি, সিএস দাগ নং ৬৯১, আরএস খতিয়ান নং ৭০,মৌজা : রঘুনাথপুর, জেএল নং ৮,আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩২০৭,থানা : রাজারহাট, বর্তমানে বাগুইআটি, এডিএসআরও রাজারহাট, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা (বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা) ওয়ার্ড নং ২৩(বর্তমানে ১০), হোল্ডিং নং আরজিএম/২৩/১৪, প্রেমিসেস নং ডিডি-৫/২ দেশবন্ধু নগর (রঘুনাথপুর), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** অনিল কুন্ডু এবং সুবল দাস, **পূর্বে :** শ্রীমতি সন্ধ্যা জুট্টা, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	ক) স্বত্ব খ) নেই গ) ১৮,৪৯,০০০ টাকা ঘ) ১৮,৪৯,০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050442198201 ছ) ২২,৫৩,৭৯০.০০ টাকা (বাইশ লাখ তিপান্ন হাজার সাতশ নব্বই টাকা) ২৮.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ সহ

সম্পত্তির ফটো | সম্পত্তির ভিডিও | সম্পত্তির অবস্থান

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
২	**শ্রী পার্থ হালদার,** পিতা শ্রী শ্রীনাথ হালদার এবং শ্রী প্রসেনজিৎ হালদার, পিতা শ্রী শ্রীনাথ হালদার, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১০১, ২য়তল, হোল্ডিং নং ৪১/১৬৯,দ্বারিক জঙ্গল বাই লেন, ওয়ার্ড নং ১৯, পো : কোন্নগর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি - ৭১২২৩৫। আরও ঠিকানা : ৭৬/১, জয়ন্ত নগর, গভ. কলোনি , উত্তরপাড়া কোতরং, হিন্দমোটর, উত্তরপাড়া কোতরং, হুগলি : ৭১২২৩৩। শাখা : পাইকপাড়া।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মার্বেল মেঝে সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১, দোতলায়, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৭১ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট) কমবেশি , ২ বেড রুম,১ ডাইনিং , ১ কিচেন, ১ টয়লেট, এবং ১ বারান্দা, বহুতল ভবনে, অবস্থিত মৌজা : কোন্নগর, জেএল নং ৭, সিএস এবং আরএস দাগ নং ২১৮৪, থেকে এলআর দাগ নং ৭৪১৬, খতিয়ান নং ১৬৮২১, ১৬৭৭৭, ১৬৮০১, ১৬৮০৫, ১৪৮৩৭, ১৪৮৩৩, ১৪৮৩৬, ১৪৮৩৪, ১৪৮৩৮, ১৪৮৪০, ১৪৮৩৯, হোল্ডিং নং ৪১/১৬৯, দ্বারিক জাঙ্গল বাই লেন (পশ্চিম)। জোন হোল্ডিং অবস্থান মেন, (রোড) কোন্নগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৯, পো : কোন্নগর, থানা : উত্তরপাড়া, এডিএসআর অফিস উত্তরপাড়া,জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২৩৫, সংলগ্ন সকল সুবিধা সহ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অমল দত্ত এবং স্বপন দত্তর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** পুর সড়ক, **পূর্বে :** শিখা চক্রবর্তীর ভবন, **পশ্চিমে :** পুরসভা সড়ক। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ি এবং লিফট, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা এবং পুর সড়ক, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ১০২।	ক) স্বত্ব খ) জানা নেই গ) ১২,৫১,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,২৫,১০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50397048652 ছ) ১৭,৪৮,৬০০.০০ টাকা ২২.১১.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ সহ
৩	**শ্রীমতী রিঙ্কু দাস** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী শ্রী পার্থ দাস, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, পূর্ণশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ১০৯, পীড় তলা রোড, পল্লিশ্রী শ্যামনগর জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩১২৭। আরও ঠিকানা : ৫৪, শূরপাড়া রোড, ভাটপাড়া, ভাটপাড়া নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৮। **শাখা : পাইকপাড়া।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে , জি-৩ তলা "পূর্ণশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট" নামে ভবনে, ১০৯ পীড় তলা রোড (পল্লিশ্রী), ওয়ার্ড নং ২৩, পো : শ্যামনগর, থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৭, ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৫৫ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এরিয়া ০৬ কাঠা ০২ ছটাক ৩৮ বর্গফুট কমবেশি সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, আরএস দাগ নং ১৩০৫, এলআর দাগ নং ২৭৮৭, , আরএস খতিয়ান নং ৭৩১, মৌজা : মুলাজোড়, জেএল নং ১৮, থানা : জগদ্দল, ভাটপাড়া পুরসভা অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** দুলু রানি দে এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** রুবি চক্রবর্তীর সম্পত্তি, **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া পীড়তলা রোড, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** লবি, সিঁড়ি, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট নং ৩এ।	ক) স্বত্ব খ) জানা নেই গ) ১৭,৯৮,২০০.০০ টাকা ঘ) ১,৭৯,৮২০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30258333793 ছ) ২৬,০৬,৫৮৫.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ ছয় হাজার পাঁচশ পঁচাশি টাকা) ২২.১১.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ সহ

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট : www.indianbank.in | ই-নিলাম ওয়েবসাইট : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগের ব্যক্তি : শাখা ম্যানেজার (৮৩৭০৮৭৮৮৭৯) এবং অনুমোদিত অফিসার (৮২১০৪৩৮৮১৫)

তারিখ : ২১.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা | **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিতে প্রতারিত কয়েক হাজার গ্রাহক, অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিতে টাকা রেখে প্রতারিত হল কয়েক হাজার গ্রাহক,থানায় অভিযোগ দায়ের গ্রাহকদের। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উকল্পিতা মাইক্রো ফাইন্যান্স নামে একটি সংস্থা এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সঞ্চয়ের জন্য টাকা তুলেছিল। চড়া হারে সুদ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এই এলাকার কয়েক হাজার গ্রাহক তাদের টাকা জমা দিত। কিন্তু প্রায় একমাস আগে থেকে আকাইপুরে এই মাইক্রো ফাইনান্সের অফিস হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গ্রাহকরা বুঝতে পারে তারা প্রতারিত হয়েছেন। শুক্রবার গ্রাহকরা গোপালনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছে গোপালনগর থানার পুলিশ।

গ্রাহকদের দাবি, এলাকার গ্রাহকের কাছ থেকে প্রতিদিন টাকা তুলত এই মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি। একমাস আগে থেকে আমরা লক্ষ্য করি অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ করেছি। আমরা যাতে টাকা ফেরত পাই সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের বিজেপির বিরোধী দলনেতা সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই এলাকার অনেকেই এই মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানিতে টাকা রেখেছেন। তার পরিবারের থেকেও টাকা রাখা হয়েছিল। কিন্তু এলাকার সাধারণ মানুষের টাকা নিয়ে এরা উধাও হয়ে গিয়েছে। গোপালনগরেও এদের ব্রাঞ্চ আছে। আমারা গোপালনগর থানায় অভিযোগ করেছি। এই বিষয়ে আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মনোজ কুমার দেওয়ান জানিয়েছেন, এলাকায় গ্রাহকরা আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হতে বলেছি। এলাকার কয়েক হাজার মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছে। পুলিশ বিষয়টিকে সঠিকভাবে তদন্ত করুক।

খনিতে বিস্ফোরণ গ্রামে ছিটকে আসছে পাথর, প্রতিবাদ ইসিএলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ইসিএলের খোলামুখ খনিতে বিস্ফোরণের জেরে পাথর ছিটকে ক্ষতিগ্রস্ত হল একাধিক বাড়ি, খুবই উত্তেজিত জনতার ওসি খোলামুখ খনিতে গিয়ে ভাংচুরের অভিযোগ। ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রানিগঞ্জের নারায়ণকুড়ি খোলামুখ খনিতে। ঘটনার পর উত্তেজিত গ্রামবাসীরা ভাঙচুর চালাল খনিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি ও অফিস ঘর।

উল্লেখ্য, শনিবার বিকেলে হঠাৎ কেঁপে ওঠে বাড়িঘর। এই ঘটনার সময় কারও টালি বা কারো অ্যাডভেস্টার চাল ফুটো হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে বড় পাথরের চাই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবাই আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে ফাঁকা জায়গার দিকে। ডিনামাইট বিস্ফোরণের জেরে বড় বড় পাথর উড়ে এসে পড়ল গ্রামে। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা খনিতে গিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভ দেখায়।

গাড়ি ভাঙচুর উত্তেজিত জনতার

ঘটনার খবর পেয়ে নতুন এগারা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মমতা মণ্ডলও সেখানে পৌঁছেছেন এবং পুরো ঘটনা জানার পর তিনি বলেন যে গ্রামবাসী সঠিক দাবি করছে এবং তিনি গ্রামবাসীর সঙ্গে আছেন। তিনি বলেন, স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের উপস্থিতিতে কলিয়ারি ম্যানেজমেন্ট আশ্বাস দিয়েছিল যে এমন ভাবে ব্লাস্টিং করা হবে না যাতে মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়, কিন্তু তারপরেও বিস্ফোরণ অব্যাহত রয়েছে এবং পাথর ছিটকে আসছে গ্রামের ভেতর।

তিনি বলেন, আজকেও এমন ঘটনা ঘটেছে এবং এত বড় পাথর পড়ে যে কেউ মারা যেতে পারে, তাই অবিলম্বে ইসিএলের উচিত এলাকার মানুষজনের পুনর্বাসন দেওয়া।

পুকুর ভরাটের অভিযোগে আসানসোলে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারির পর আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক ওসিকে সাসপেন্ড ও অপরদিকে ক্লোজ করার পর ফের আসানসোলে করা পদক্ষেপ করল পুলিশ। পুকুর ভরাটের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম উইলসন। আসানসোল উত্তর থানা এলাকায় পুকুর ভরাটের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে শনিবার আসানসোল আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ আদালতে ১৪ দিনের হেপাজতের আবেদন করলে, বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত উইলসনের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর একাধিক নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি। উত্তর থানা এলাকায় উইলসনের নেতৃত্বে বিভিন্ন আবাসিক প্রকল্প করা হয়েছে। বিষয়টি পুকুর ভরাট নিয়ে নাকি এর পেছনে অন্য কোনও গল্প আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে জলাজমি

ভরাট প্রসঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বেশ কয়েকটি জায়গার জলাজমি ভরাটের অভিযোগ জমা পড়ে বিভিন্ন থানা ও প্রশাসনিক দপ্তরে।

সুবর্ণ রৈখিক অববাহিকায় পালিত হল পটুঁয়া অষ্টমী বা প্রথমা অষ্টমী

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

সুবর্ণরেখা অববাহিকার জঙ্গলমহল তথা ঝাড়গ্রাম-সহ অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্যতম সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব এই পটুঁয়া অষ্টমী বা প্রথমা অষ্টমী। রাসযাত্রার ঠিক পরের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে পালিত হয় এই লৌকিক উৎসব পৌড়া অষ্টমী'। পিতামাতার প্রথম সন্তান বা জেষ্ঠ সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই উৎসব। লিঙ্গবৈষম্যহীন এই উৎসবে পুত্র বা কন্যা কোনও বাছবিচার নেই। প্রথম সন্তান সে ছেলেই হোক বা মেয়ে এই উৎসবে সমান অধিকার। এই উৎসবে রীতি অনুযায়ী মামাবাড়ি থেকে নতুন পোশাক, ধান, দুর্বা, ফুল, চন্দন, মিষ্টি আসে। নিয়ে আসেন মামাবাড়ির কেউ। নিজের বাড়িতেও কেনা হয় নতুন জামাকাপড়। বাড়ির উঠোনে তুলসি মঞ্চের কাছকাছি জায়গায় মায়েররা কলাপাতার উপর বিরির বড়ি বসান সন্তানের মঙ্গলকামনায়। যাদের অষ্টমী তারা এদিন কাঁচা হলুদ বাটা ও গঁধাউলা বা আবাটার মিশ্রণ মেখে স্নান করেন। স্নানের পর নতুন পোশাক, নতুন রেশম বা ঘুনসী পরিধান করেন। তারপর তার অষ্টমী তার কপালে চন্দনের টিকা পরিয়ে দেন মা সহ বড়রা। ধান, দুর্বা ছিটিয়ে দেওয়া হয় মাথার উপর। চলে শঙ্খ ধ্বনি। মাথায় গুঁজে দেওয়া হয় গাঁদা ফুল। বাড়ির বিবাহিত পটুঁয়া ছেলে বা বাড়ির বউদের মধ্যে কেউ পটুঁয়া থাকলে তারও অষ্টমী পালিত হয়। তবে, বিয়ের পর মামাবাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় আসাটা বাধ্যতামূলক থাকে না, বিবাহিত ছেলেদের শ্বশুরবাড়ি আর বিবাহিত মহিলাদের বাবার বাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় আসে। তবে, কারো কারো তখনও মামাবাড়ি থেকে আসে। নিজের বাড়ির কেনা পোশাক তো থাকেই। এদিন বাড়িতে বানানো হয় নানা রকম পিঠা, ক্ষীরি, লুচি, মিষ্টি, পায়েস, পোলাও, মাছ-মাংস সহ নানা ধরনের আমিষ-নিরামিষ পদ। যাদের অষ্টমী তাদের এদিন 'ভুজা' (মুড়ি) খাওয়া বারণ। এছাড়া সরাসরি মামাবাড়িতে গিয়েও অষ্টমী পালন করা যায়। আগেকার দিনে প্রথম সন্তানের পাশাপাশি অষ্টম সন্তানেরও অষ্টমী হত। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া বলেন, 'আধুনিকতার ভিড়ে ধীরে ধীরে এই পারিবারিক উৎসব গুলো হারিয়ে যেতে বসেছে'।

নানা দেশের রাজধানী, মনীষীদের নাম বলে গিনিস বুকে নাম তুলল মালদার সয়েন্দ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম, মনীষীদের নাম এবং নানা পশুপাখির আওয়াজ করে মাত্র এক বছর দশ মাস বয়সেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলল পুরাতন মালদার শিশু কন্যা সয়েন্দ্রী চট্টরাজ। তার এই সাফল্যে খুশি অভিভাবকেরা। গত ২২ নভেম্বর পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকার চট্টরাজ পরিবারে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের সাফল্যের শংসাপত্রের পুরস্কার এসে পৌঁছেছে। এত অল্প বয়সে যেখানে অনেক শিশুরাই সঠিকভাবে নিজেদের নাম বলতে পারে না, সেখানে সয়েন্দ্রীর এমন প্রতিভায় রীতিমতো হতবাক হয়ে গিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর অঞ্চলের বাগানপাড়া এলাকায় সয়েন্দ্রীর বাড়ি। তার বাবা সন্দীপন চট্টরাজ পেশায় প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। মা পায়েল ভাদুড়ী চট্টরাজ পেশায় সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী। সম্প্রতি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের তরফে দেশ জুড়ে ট্যালেন্ট সার্চ হয়েছিল। গত ২৫ অক্টোবর অনলাইনে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সয়েন্দ্রী। প্রতিযোগিতায় তাকে সাত ধরনের প্রশ্ন করা হয়। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম, বিভিন্ন পশু পাখির নাম এবং তার আওয়াজ করা, ছবি দেখে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম বলা। এছাড়া বিশ্বের তিনটি বিখ্যাত কোম্পানির মালিকের নাম সহ ইত্যাদি। প্রতিটিরই সঠিক উত্তর দেয় সয়েন্দ্রী। গত ৭ নভেম্বর সন্দীপনবাবুকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের তরফে জানানো হয় তাঁর মেয়ে প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। তার নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে উঠেছে। ইতিমধ্যে পার্সেলের মাধ্যমে নিজের পুরস্কারও পেয়ে গিয়েছে সয়েন্দ্রী। সন্দীপনবাবু জানিয়েছেন, প্রথমে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তরদানের ভিডিও ছবি দিয়ে মেয়ের নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে পাঠায়। এরপর তারা আবার মেয়ের পরীক্ষা নেয়। মেয়ে কি কি পারে তা জানতে ফের অনলাইনের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষায় মেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার ২০ দিন পর উপহার, মেডেল শংসাপত্র পাঠানো হয় ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের পক্ষ থেকে। পায়েল ভাদুড়ী চট্টরাজ জানিয়েছেন, গত ২৫ অক্টোবর হরিয়ানা থেকেই অনলাইনের মাধ্যমে মেয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমার মেয়ে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির নাম বলার পাশাপাশি তাদের শব্দ নকল করতে পেরেছে।

নাবালিকার মৃত্যুতে ধৃতকে আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শুক্রবার গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় এক ১৩ বছরের নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটে জামালপুরের আবুঝহাটি ২ পঞ্চায়েত এলাকায়। ওই ঘটনায় শুক্রবার নাবালিকার বাবা অভিযোগ দায়ের করে জামালপুর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আবুঝহাটি ২ পঞ্চায়েত এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে রাতেই গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে নাবালিকার বাবা জামালপুর থানায় লিখিত অভিযোগে জানান, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রামের এক যুবক ফোন করে হোয়াটস অ্যাপে তাঁর কন্যার এডিট করা একটি ছবি পাঠিয়ে ৫লক্ষ টাকা দাবি করে। না দিলে সোশ্যাল মিডিয়াতে অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয়। ওই ঘটনার কথা যুবকের বাবাকে জানালে তিনি মারধের কর এবং প্রাণনাশের হুমকি ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে নাবালিকার বাবাকে ও তাঁর কন্যাকে।

ওই ঘটনা সহ্য করতে না পেরে নাবালিকা নিজের বাড়ির দোতলায় সিলিংয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। শুক্রবার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করে পুলিশ। ওই অভিযোগে শুক্রবার রাতেই যুবকের বাবাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ যুবকের খোঁজ চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে। শনিবার ওই যুবকের বাবাকে আদালতে পেশ করে পুলিশ।

ডাম্পারের সঙ্গে মারুতির মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বেপরোয়া গতিতে আসা ডাম্পারের সঙ্গে এক মারুতির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির অন্তর্গত মহাপ্রভু পেট্রোল পাম্পের সামনে। জানা যায়, মারুতি ভ্যানটি চাকদোলা মোড় দিক থেকে হরিপুরের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় হরিপুর দিক থেকে আসা একটা দশ চাকার ডাম্পারের সঙ্গে একটা পেট্রোল পাম্পের সামনেসংঘর্ষ হয়। যার জেরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পেট্রোল পাম্পের সামনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, চাকদোলা মোড়ের দিক থেকে আসা মারুতি সঙ্গে হরিপুর দিক থেকে আসা একটা ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মারুতিতে থাকা একজন ব্যক্তি গুরুতর অভাবে আহত হন, যদিও ১০ চাকার ডাম্পারটি সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জামুরিয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ এবং জামুড়িয়া ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ।

মেধাবী ছাত্রকে বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা আরামবাগ হাইস্কুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও আরামবাগ হাইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল করল এক মেধাবী ছাত্র। এবারে বিদ্যাসাগর বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে রাজ্যের মধ্যে দ্বাদশ তম স্থান অধিকার করে সে। আরামবাগ হাই স্কুলের ছাত্র অর্কপ্রভ পাল বিদ্যাসাগর বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশ নেয় এবং ১-২০ মধ্যে স্থান পায়। এই জন্য তাকে স্কুলের পক্ষ থেকে শনিবার বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় থেকে শুরু করে অন্যান্য শিক্ষকরা অর্কপ্রভর বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দেয়। জানা গেছে, অর্কপ্রভ নবম শ্রেণির ছাত্র। বাড়ি আরামবাগের তিন নম্বর ওয়ার্ডে। তাঁর এই কৃতিতে আনন্দিত আরামবাগ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক থেকে শুরু করে পরিবারের বাবা মা ও আরামবাগবাসী। এই সংবর্ধনা পাওয়ার পর অর্কপ্রভ বলে, টিউশন ও বিদ্যালয় ছাড়াও দিনে আট ঘণ্টা পড়াশুনা করত সে। অন্যান্য বিষয়ের থেকেও বিজ্ঞান পড়তে ভালো লাগে। পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক হতে চায় বলে জানায়। অপরদিকে অর্কপ্রভর বাবা অংশুমান পাল বলেন, ছেলে বিজ্ঞান পড়তে ভালোবাসে। এমনকী ভবিষ্যতে সে বৈজ্ঞানিক হতে চায়। বাবা হিসাবে ওকে সবরকম সহযোগিতা আমরা করব। যাতে ও লক্ষ্যে খুব শীঘ্র পৌঁছতে পারে। নিজের ইচ্ছেপূরণ করতে ও বদ্ধপরিকর। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব ওর যাতে ইচ্ছা পূরণ হয়। বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড পশ্চিমবঙ্গের প্রাক মাধ্যমিক স্তরের একটি শিক্ষাগত প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় তিনটি স্তরে পরীক্ষা হয়। মূলত বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিই বেশি নজর দেওয়া হয় এই পরীক্ষাতে। হুগলি জেলার চন্দননগরে হয়েছিল তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পরীক্ষাটি। যার ফলাফল শুক্রবার ঘোষণা হয়। আর এই পরীক্ষাতেই দ্বাদশ স্থান অধিকার করেছে অর্কপ্রভ। এই বিষয়ে আরামবাগ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, অর্কপ্রভর এই সাফল্যে গর্বিত আমরা সকলেই।

রাস্তার রঙ সবুজ, যেন ঘাসের কার্পেট বিছানো

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: গোটা রাস্তার রঙ সবুজ। এই সবুজ রঙের রাস্তার ওপর দিয়ে দল বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে কচিকাঁচা পড়ুয়ারা। ঠিক যেন ঘাসের কার্পেট বিছানো রয়েছে রাস্তায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে এমনই সবুজ রঙের রাঙ্গা স্তা তৈরি করে এলাকায় চমক দিয়েছে আউশগ্রাম ২ ব্লকের অমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দের টাকায় অমরপুর পঞ্চায়েত এলাকার কালিকাপুর ফুটবল মাঠ থেকে মুচিপাড়া এসটি পাড়া পর্যন্ত গ্রিন সিল সহ বিটুমিন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা।

জানা গিয়েছে, পিচের রাস্তা তৈরির পর ওপরে দেওয়া হয়েছে প্লাস্টিকের একটি প্রলেপ। একদিকে এই প্রলেপ যেমন পিচকে বৃষ্টির জল থেকে রক্ষা করছে অন্যদিকে রঙিন রাস্তা শোভা বাড়াচ্ছে। আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস জানিয়েছেন, পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতল গলিয়ে পিচের সঙ্গে মিশিয়ে এই গ্রিন সিল কোড তৈরি করা হয়েছে। আর এই ধরনের অভিনব উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসী।

আউশগ্রামের গেড়াই গ্রামের বাসিন্দা যুব তৃণমূল কর্মী শেখ সঞ্জু বলেন, কালিকাপুর ঐতিহ্যবাহী একটি জায়গা। এখানে ছয়শোর বেশি সিনেমার শ্যুটিং হয়েছে। অনেক পর্যটক এখানে ঘুরতে আসেন। তাই এই অভিনব রাস্তা নতুন মাত্রা দিয়েছে। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের একটা ছবি।

পঞ্জাব আমদানি সাময়িক বন্ধেও গুসকরায় বীজ কিনছেন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পঞ্জাব আলুবীজ আমদানি সাময়িক বন্ধ আছে। এখন আলু চাষের মরশুম শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই সময় মূলত পঞ্জাব থেকে আলুবীজ আমদানি করা হয়। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য প্রায় দু' সপ্তাহ পঞ্জাব থেকে গাড়ি আসেনি। তাই জোগান কিছুটা কম। ভাতার ও মঙ্গলকোট এবং আউশগ্রাম এলাকার বেশকিছু অংশে আলু চাষ হয়। অজয় নদ এবং কুনুর নদীর সংলগ্ন এলাকায় আলু চাষ হয়। আর এইসব এলাকার গুসকরা শহরের বীজ বিক্রেতাদের কাছে আলুবীজ কেনেন।

গুসকরার এক বীজ বিক্রেতা কাজী আরাফত আবেদিন জানিয়েছেন, সস্তায় বীজ কেনার জন্য আগে থেকে কৃষকরা বুকিং করে রাখেন। কিন্তু ভোট এবং আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে দু' সপ্তাহের বেশি সময় ধরে পঞ্জাব থেকে গাড়ি আসেনি। তবে অধিকাংশ কৃষক বীজ পেয়ে গিয়েছেন। যাঁরা পাননি দু'-একদিনের মধ্যেই পঞ্জাবের আলু বীজ পেয়ে যাবেন। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই বিষয়টি নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছেন। কারণ তাঁদের আলু বীজ বিক্রি হচ্ছে না। যাদের বুকিং নেওয়া হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকে বীজ পাবেন। কোনও গুজবে কান দেবেন না। এদিনও বহু মানুষ বীজ নিয়েছেন। যারা আসবে সকলকে তাদের সেন্টার থেকে বীজ দেওয়া হবে।

বিপুল চোলাই মদ ও মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের যৌথ অভিযানে জামালপুরের বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের জামুদহ এলাকায় বিপুল পরিমাণে চোলাই মদ ও মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। এই অভিযানে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যৌথ ভাবে অভিযানে নামে ওই এলাকায়।

দামোদরের চড়ে দীর্ঘ দিন ধরে চলা চোলাইয়ের ঠেকে হানা দিতেই পালিয়ে যায় চোলাই মদ কারবারিরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ চোলাই মদ তৈরির জন্য উনুন সহ হাঁড়ি ও জার নষ্ট করার পাশাপাশি ৩০লিটার চোলাই মদ, ৩২৪০লিটার মদ তৈরির উপকরণ সহ ৮টি হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চোলাই মদ ও উপকরণ দামোদরের চরে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে। আবগারি দপ্তরের আধিকারিক রেজাউল ইসলাম জানিয়েছে, ওই এলাকায় লাগাতার অভিযান চলছে। আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে এবং এই কাজের সঙ্গে যুক্তদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ও আবগারি দপ্তর।

বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই বৃদ্ধার সন্তানরাই তাঁকে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাপালি পাড়া এলাকার ঘটনা। শনিবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বিষ্ণুরানি সরকার (৬৫) নামে এলাকার এক বাসিন্দার। তাদের অভিযোগ, মৃত ওই বৃদ্ধার তিন সন্তান তার ওপরে ক্রমাগত নির্যাতন চালাত। তার সন্তানরাই তাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাই মৃত বৃদ্ধার তিন ছেলের শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তদন্তের জন্য ওই মৃত বৃদ্ধার দুই সন্তানকে আটক করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

রাজ্যস্তরের আঁকা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় বাঁকুড়ার অন্বেষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যস্তরের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় সফল ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বাঁকুড়ার নাম উজ্জ্বল করল ছাতনার মেয়ে অন্বেষা। এবার সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজ্যব্যাপী কলা উৎসব ২০২৪ এর ভিজুয়াল আর্টস বিভাগে রাজ্যস্তরে দ্বিতীয় হল ছাতনা ব্লকের ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকার মেয়ে অন্বেষা রক্ষিত। সম্প্রতি কলকাতার সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতায় সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

অন্বেষার ছবি আঁকার বিষয় ছিল 'মাটির ঘরে মাটির মা' অর্থাৎ বাঁকুড়ার আদিবাসী সম্প্রদায় পরিবারের বাড়ির সঙ্গে আদিবাসী নৃত্য, ধামসা মাদলের এক দৃশ্য। আর এই অভিনব ভাবনায় আসে সাফল্য। ছাতনার ঝাঁটিপাহাড়ি প্রীতি কল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী অন্বেষা। পরিবারের পাশাপাশি খুশির হাওয়া তার স্কুলেও।

এই দিন অন্বেষার মা শম্পা রক্ষিত বলেন, 'মেয়ে চার বছর বয়স থেকেই ছবি আঁকা শুরু করে। আজ মেয়ে এই সাফল্যে পাওয়ায় আমরা খুশি।' অন্বেষার অংকন শিক্ষক দিব্যেন্দু কুন্ডু বলেন, 'অন্বেষার ছবি আঁকার প্রতিভা প্রথম থেকেই, আমরা তার মধ্যে শিল্পসত্তার অভ্যাস পাই। আগামী দিনে সে আরও এগিয়ে যাবে এই আশা রাখি।' অন্যদিকে এই দিন অন্বেষার স্কুল ঝাঁটিপাহাড়ি প্রীতিকল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নন্দিনী প্রতিহার বলেন, 'অন্বেষা এর আগে জেলাস্তরের কলা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল। এবার রাজ্যস্তরে দ্বিতীয় হওয়ায় আমরা গর্বিত।' ভবিষ্যতে ছবি আঁকা নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে চায় অন্বেষা।

দল বদলেও হেরে গেলেন প্রয়াত বাবা সিদ্দিকির ছেলে জিশান

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর: বাবা সিদ্দিকি খুন হয়েছেন মাস দেড়েকও হয়নি। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে হেরে গেলেন তাঁর পুত্র জিশান সিদ্দিকি। বান্দ্রা পূর্বে তাঁকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বোনপো বরুণ সরদেশাই। বান্দ্রার এই কেন্দ্রেই বাস উদ্ধবের। ২০১৯ সালে কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়ে উদ্ধবের হাত থেকে তাঁর 'ঘর' ছিনিয়ে নিয়েছিলেন জিশান। এ বার যদিও সেই কংগ্রেসের সঙ্গে উদ্ধবের দল জোটে রয়েছে। বোনপোকে দিয়ে নিজের হারানো 'ঘর' পুনরুদ্ধার করে নিলেন উদ্ধব। ভোটের মুখে দলবদল করেও লাভ হল না জিশানের।

গত ১২ অক্টোবর বান্দ্রায় বিধায়ক পুত্রের দপ্তরের সামনেই গুলি করে খুন করা হয় এনসিপি নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকিকে। সেই ঘটনার তদন্ত করছে মুম্বই পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, গ্যাংস্টার লরেন্স বিশ্নোইয়ের দলের হাত রয়েছে এই খুনের নেপথ্যে। বিদেশে লরেন্সের ভাই আনমোলের সঙ্গে যোগাযোগও রেখেছিলেন সিদ্দিকির শুটারেরা। শুধু তা-ই নয়, মুম্বই পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, হত্যাকারীদের 'টার্গেট' ছিলেন জিশানও। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বাবাকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছিলেন ৩২ বছরের জিশান। কুড়িয়েছিলেন সহানুভূতি। কিন্তু তা ভোটের ময়দানে কাজে এল না।

ভোটের ঠিক মুখে গত মাসে দল বদলেছিলেন জিশান। বাবার মৃত্যুর পরেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে যোগ দেন অজিত পাওয়ারের এনসিপিতে। তাঁর বাবা অবশ্য আরও আগে এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এ বার মহারাষ্ট্রে শরদ পাওয়ারের এনসিপি এবং উদ্ধবের দলের সঙ্গে জোট করেছিল কংগ্রেস। বান্দ্রা পূর্ব কেন্দ্রটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল উদ্ধবদের। ফলে নিজের কেন্দ্র থেকে টিকিট পাচ্ছেন না, একপ্রকার নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিলেন বিধায়ক জিশান। তার পরেই তিনি অজিতের দলের সঙ্গে হাত মেলান। এনসিপি (অজিত) তাঁকে বান্দ্রা পূর্ব থেকে টিকিট দিতে দেরি করেনি।

বিহারে অভিষেকেই ধরাশায়ী পিকের জন সুরাজ দল

পাটনা, ২৩ নভেম্বর: রণকৌশল সাজানো ও মাঠে নেমে ভোটের লড়াই যে এক নয়, বিহার উপনির্বাচনে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন প্রশান্ত কিশোর। জন সুরাজ দল গঠন করে এবারই প্রথম নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছিল পিকের দল। ফলাফলের ট্রেন্ড বলছে, ৪ আসনের চারটিতেই ব্যাপক ব্যবধানে লজ্জার হার হারতে চলেছেন পিকের প্রার্থীরা। যার হাত ধরে একের পর এক রাজনৈতিক দল সাফল্যের শিখরে উঠেছে তাঁর এমন ব্যর্থতা অবাক করল রাজনৈতিক মহলকে।

গত ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতির মাঠে নেমেছিল পিকের দল জন সুরাজ। সেদিনই প্রশান্ত কিশোর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের ২৪৩টি আসনেই লড়বে তাঁর দল। তবে ফাইনাল পরীক্ষার আগে জন সুরাজের কাছে অ্যাসিড টেস্ট ছিল ৪ কেন্দ্রের উপনির্বাচন। সেখানে ডাহা ফেল করল পিকের দল। এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বীর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি জন সুরাজ। বিহারের ইমামগঞ্জ, বেলাগঞ্জ, রামগড় এবং তারারি আসনে ছিল বিধানসভা উপনির্বাচন। যেখানে জন সুরাজের তরফে প্রার্থী হন, জিতেন্দ্র পাসওয়ান, মহম্মদ আমজাদ, সুশীল কুমার সিং ও কিরণ সিং।

শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তরারি আসনে জন সুরাজ পার্টির প্রার্থী কিরণ সিং পেয়েছেন তৃতীয় স্থান। এই কেন্দ্রে জয় পেয়েছেন বিজেপির বিশাল প্রশান্ত। তিনি পেয়েছেন ৭৮,৫৬৪টি ভোট। সেখানে কিরণের প্রাপ্ত ভোট মাত্র ৫, ৫৯২। রামগড়েও হাল কার্যত এক। জন সুরাজের প্রার্থী সুশীল কুমার সিং এখানে পেয়েছেন চতুর্থ স্থান। তাঁর প্রাপ্ত ভোট মাত্র ৬,৫১৩। এখানে জয়ী হয়েছেন বিজেপির অশোক কুমার সিং। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৬২, ২৫৭। তৃতীয় আসন ইমামগঞ্জেও তৃতীয় হয়েছেন প্রার্থী জিতেন্দ্র পাসওয়ান। এখানে অবশ্য প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা কিছুটা বেড়েছে (৩৭, ১০৩টি)। এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র রাম মাঝির পুত্রবধূ দীপা মাঝি। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৫৩,৪৩৫টি। তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন বেলাগঞ্জ কেন্দ্রের মহম্মদ আমজাদ। এখানে জয়ী প্রার্থী নীতীশের দলের মনোরমা দেবী।

হেয়ার ড্রায়ারে ডিনামাইট, হাত উড়লো প্রেমিকার

বেঙ্গালুরু, ২৩ নভেম্বর: কয়েক দিন ধরেই প্রেমিকা তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কেন প্রেমিকা এড়িয়ে যাচ্ছেন, তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না যুবকের। তবে এর জন্য প্রেমিকার বান্ধবীকেই সন্দেহ করা শুরু করেন তিনি। তাঁদের বিচ্ছেদের নেপথ্যে যে প্রেমিকারই বান্ধবী, সেই সন্দেহেই তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা করেন যুবক। কিন্তু ফল হয় উল্টো। বান্ধবীর বদলে তাঁর প্রেমিকাই গুরুতর আহত হন।

ঘটনাটি কর্নাটকের বাগালকোটের। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবকের নাম সিদ্দাপ্পা শিলাবন্ত। তিনি পাথর খাদানে কাজ করেন। বাসব রাজেশ্বরী নামে এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে সিদ্দাপ্পার। শশীকলা নামে এক তরুণীর সঙ্গে মাসখানেক আগে বন্ধুত্ব হয় রাজেশ্বরীর।

পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কিছু দিন ধরেই সিদ্দাপ্পাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন রাজেশ্বরী। আর এই ঘটনাই তাঁর মধ্যে সন্দেহ বাড়িয়ে তোলে। সিদ্দাপ্পা সন্দেহ করতে শুরু করেন, শশীকলাই তাঁর এবং রাজেশ্বরীর সম্পর্কে ভাঙন ধরিয়েছেন। আর সেই সন্দেহের বশেই শশীকলার বিরুদ্ধে 'বদলা' নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সিদ্দাপ্পা। যে হেতু পাথর খাদানে কাজ করেন, তাই বিস্ফোরক সম্পর্কে একটু-আধটু জ্ঞান রয়েছে সিদ্দাপ্পার। আর সেটিকেই কাজে লাগিয়ে শশীকলাকে তাঁদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষেছিলেন বলে পুলিশের কাছে জেরায় দাবি করেছেন সিদ্দাপ্পা।

একটি হেয়ার ড্রায়ার কিনে আনেন সিদ্দাপ্পা। তার মধ্যে ডিনামাইট লাগিয়ে দেন। তার পর সেটি শশীকলার বাড়ির ঠিকানায় ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠান। গত ১৫ নভেম্বর সেটি সংগ্রহ করেন শশীকলা। ঘটনাচক্রে, ওই দিন ওই সময়েই শশীকলার বাড়িতে ছিলেন সিদ্দাপ্পার প্রেমিকা রাজেশ্বরী। শশীকলা কোনও কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন রাজেশ্বরীই সেই পার্সেল খোলেন। বাক্সের ভিতরে হেয়ার ড্রায়ার দেখে সেটি চালু করতেই বিস্ফোরণ হয়। রাজেশ্বরীর হাত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই ঘটনার পর রাজেশ্বরীর পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ সিদ্দাপ্পাকে গ্রেপ্তার করে।

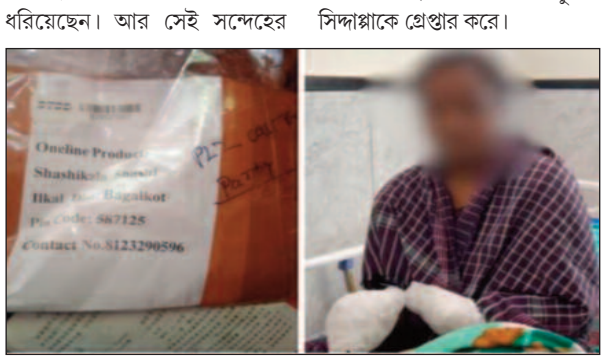

আমেরিকার উপরে বাণিজ্য-নির্ভরতা কমাতে শুরু করছে চিন!

বেজিং, ২৩ নভেম্বর: ২০১৮ সাল। চিনা পণ্য আমদানিতে ২৫০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা। 'বদলা' নিতে চিন মার্কিন পণ্যের আমদানিতে চাপিয়ে দেয় ১১০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক। সেই শুরু দুই দেশের মধ্যে 'বাণিজ্য যুদ্ধ'। সদ্য প্রকাশিত মার্কিন নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বাইডেনকে সরিয়ে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন। আর তারপর থেকেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, এবার শুরু 'বাণিজ্য যুদ্ধ ২.০'। এই লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই চিনা নেতারা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কমলা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্প- যিনিই ক্ষমতায় আসুন পরিস্থিতি তাঁদের জন্য মোটেই সুবিধার হবে না। তবে ডেমোক্র্যাট বাইডেনের থেকে রিপাবলিকান ট্রাম্প যে আরও শক্ত ঘাঁটি হবে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা মনে করা হচ্ছিল, কমলা হ্যারিস জিতলে দু'দেশের সম্পর্কের ধীরগতিতে হলেও উন্নতি হবে। কিন্তু ট্রাম্পকে নিয়ে সন্দেহ ছিলই। বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা জিতলে তিনি কঠোর অবস্থানেই থাকবেন, এটা মনে করা হচ্ছিল। তিনি তো বলেই দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে বেজিংয়ের উপরে ৬০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সত্যিই কি ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনে 'ভয়' পাচ্ছে চিন? বিশেষজ্ঞদের মত, বিষয়টা এবার অন্য। প্রথম থেকেই কিন্তু বেজিং প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বিশেষজ্ঞ ডেক্সটার রবার্টস বলেছেন, বেশ কিছুটা সময় আগে থেকেই চিন এই দিনটার জন্য তৈরি হচ্ছিল। আগের চেয়ে এখন তাদের বাণিজ্য নেটওয়ার্কে আমেরিকার গুরুত্ব অনেকটাই কমে গিয়েছে। আর এটাই সত্যি। জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পরও চিনের উপরে আরোপিত শুল্ক বহাল রেখেছিলেন। আবার এবছরের সেপ্টেম্বরে তাঁর প্রশাসন কিছু চিনা পণ্যের শুল্ক বৃদ্ধি করারও সিদ্ধান্ত নেয়। তাই চিন ইতিমধ্যেই আমেরিকার উপরে বাণিজ্য-নির্ভরতা কমাতে শুরু করেছে। ২০২২ সালেও চিন-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ছিল রেকর্ড-উচ্চতায়। কিন্তু গত বছরের হিসেব দেখাচ্ছে চিনকে টপকে গিয়েছে মেক্সিকো।

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে সাসপেন্ড গোরক্ষপুরের সাত মেডিক্যাল পড়ুয়া

গোরক্ষপুর, ২৩ নভেম্বর: দিন কয়েক আগেই গুজরাতের এক মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়েছিল। উঠেছিল র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এ বার উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের এক মেডিক্যাল কলেজের সাত পড়ুয়াকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করলেন কর্তৃপক্ষ। তাঁদের বিরুদ্ধেও র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তেরা।

ঘটনাটি ঘটেছে গোরক্ষপুরের বাবা রাঘব দাস মেডিক্যাল কলেজে। অভিযোগ, গত ১০ নভেম্বর রাতে এমবিবিএসে-র দ্বিতীয় বর্ষের কয়েক জন পড়ুয়া বিনা অনুমতিতে জুনিয়রদের হস্টেলে ঢোকেন। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এই অপরাধে সাত জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। তবে, এখনও পর্যন্ত সেই অভিযোগের কোনও প্রমাণ মেলেনি। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযুক্তেরা রাত ১০টা নাগাদ জুনিয়রদের হস্টেলে প্রবেশ করেন বলে অভিযোগ। আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে যান। তবে, ফুটেজে র‍্যাগিংয়ের কোনও প্রমাণ মেলেনি। তা সত্ত্বেও, কলেজের অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি ঘটনাটিকে শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে মনে করছে। শুরু হয়েছে অভ্যন্তরীণ তদন্ত। সেই সঙ্গে সাত পড়ুয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

যদিও অভিযুক্ত সাত পড়ুয়ার বক্তব্য, তাঁরা জুনিয়রদের সঙ্গে কোনও অভব্য ব্যবহার করেননি। একটি ক্রিকেট দল গঠনের বিষয়ে জুনিয়রদের সঙ্গে আলোচনা করতেই তাঁদের হস্টেলে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কী ভাবে হস্টেলের ভেতর প্রবেশ করলেন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ রামকুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ মেলেনি।

হজযাত্রার নামে সৌদিতে ঢুকছে পাকিস্তানি ভিখারি, ইসলামাবাদকে কড়া নোটিস

ইসলামাবাদ, ২৩ নভেম্বর: হাজার হাজার পাকিস্তানি ভিখারিতে ভরে যাচ্ছে সৌদি আরব। হজযাত্রার নামে আরবে ঢুকছে এই সব ভিখারির দল। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ সৌদি। এবার হজের আগে ইসলামাবাদকে কড়া নোটিস পাঠিয়েছে তারা। সেখানে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, পাকিস্তান যেন মক্কায় কোনও ভিখারি না পাঠায়। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই নোটিসকে হালকা ভাবে নিচ্ছে না পাকিস্তান। কেননা সৌদি আরব স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, যদি এরপরও একই পরিস্থিতি থাকে তাহলে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি দেখা দিতে পারে। আর তাই হজযাত্রার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করেছে পাকিস্তানের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রক। যার মধ্যে অন্যতম, মক্কা যাওয়ার আগে মুচলেকা দিতে হবে, মক্কায় গিয়ে ভিক্ষা না করার। পাক প্রশাসনের তরফে সৌদিকে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৪ হাজার ৩০০ ভিখারিকে এক্সিট কন্ট্রোল লিস্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলবে বলেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি অন্য নিয়মের কথাও জানানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দল বেঁধে হজযাত্রা সংক্রান্ত নির্দেশিকা। পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে একমাত্র দল বেঁধে যাঁরা যাবেন তাঁদেরই অনুমতি দেওয়া হবে। পাশাপাশি যে ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলি হজে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যায়, তাদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলের থেকে মুচলেকা নেওয়ার কথা।

মস্কোয় সেনা পাঠাচ্ছে উত্তর কোরিয়া, বিনিময়ে তেল ও অ্যান্টি এয়ার মিসাইল দিচ্ছে পুতিন

মস্কো, ২৩ নভেম্বর: রণক্ষেত্রে রুশ ফৌজের শক্তি বাড়াতে সেনা পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এখনও পর্যন্ত হাজার দশেক সেনা পাঠানো হয়েছে। আর এই সাহায্যের বিনিময়ে রাশিয়া কিম জং উনের দেশকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি তেল ও অ্যান্টি এয়ার মিসাইল দিয়েছে। এমনই দাবি দক্ষিণ কোরিয়ার।

সিওলের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি তরফে এক অনুসন্ধানী দল তদন্ত করে এই তথ্য জানতে পেরেছে। সেদেশের সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা শিন উওন-সিক জানাচ্ছেন, জানা গিয়েছে, পিয়ংইয়ংয়ের দুর্বল বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরঞ্জাম এবং বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, নানা ভাবে কিমের দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্যও করেছে মস্কো। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার অলাভজনক সংস্থা ওপেন সোর্স সেন্টারের তরফে দাবি করা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ায় তেলও পাঠিয়েছে রাশিয়া। কৃত্রিম উপগ্রহের তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গত আট মাসে পিয়ংইয়ংয়ের বারোটি তেলের ট্যাঙ্কার সব মিলিয়ে ৪৩ বার রাশিয়ার বন্দরের এক তেলের টার্মিনালে গিয়েছে। এভাবেই সেনার বিনিময়ে 'বন্ধু' উত্তর কোরিয়ার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রাশিয়া, দাবি তেমনই।

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন। বৈঠক করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। তখনই যুদ্ধের ময়দানে মস্কোকে নিঃশর্তভাবে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন কিম। সেই থেকেই জল্পনা, ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে দু'দেশের মধ্যে অস্ত্র চুক্তি হয়েছে। এর আগেও কিমের দেশের বিরুদ্ধে ক্রেমলিনকে অস্ত্র দেওয়ার অভিযোগ এনেছে আমেরিকা। সম্প্রতি হোয়াইট হাউস দাবি করে, প্রায় হাজারের উপর সামরিক অস্ত্র বোঝাই কন্টেনার পিয়ংইয়ং থেকে গিয়েছে মস্কোতে। তার পরই জানা যায়, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেনা পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া। তার আগে 'বন্ধু' কিমের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে চলতি বছরের জুন মাসে উত্তর কোরিয়ায় গিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। দীর্ঘ আলোচনার পর সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। চুক্তি অনুযায়ী, রাশিয়ায় হোক কিংবা উত্তর কোরিয়ায়, অন্য দেশ আক্রমণ শানালেই একে অপরের পাশে দাঁড়াবেন পুতিন ও কিম। নাম না করলেও যে দু'জনের ইঙ্গিত আমেরিকার দিকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

UTTARPARA MUNICIPALITY
N.I.T. NO. – UKM/004/WW/2024 – 2025 , DATED – 25.11.2024
1. 100 mm & 150 mm dia pipe line washing at different location under u.k.m. **2.** 300 mm dia pipe line leakage repairing. **3.** construction valve chamber.
Bid Submission closing Date : **16.12.2024. before 1.00 p.m.**
For More Details – Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/-
Chairman,
Uttarpara Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/024(e)/2024-25 dt.: 23.11.2024
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Supply of 20 nos. Toto Battery (100 AMP). Documents download start date & Bid submission start date-**24.11.2024.** Bid Submission Closing Date: **02.12.2024.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/022(e) /2024-25 dt 23.11.2024
1. Repairing and Renovation Work at Uttarpara Girls High School, ward – 18. **Bid Submission Closing Date : 11/12/2024**
For Details : wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Desilting & diverting the polluted drain, community green spaces (Plantation) starting from Ramnagar road to Lalpole at Barma Colony Pond under water body rejuvenation project (AMRUT 2.0), Ward No.-19, Within Bongaon Municipality.
Tender reference-WBMAD/AMRUT/NIT/35/BM/2024-25/PWD (2nd call)
Date:- 23.11.2024
Tender ID-2024_MAD_772579_1
1. Bid Submission Start date-**23.11.2024 at 18.00.** 2. Prebid meeting date- **06.12.2024 at 14.00.** 3. End date-**17.12.2024 at 18.00.** 4. Bid opening date- **19.12.2024 at 18.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

জয়সোয়াল-রাহুলের দুর্দান্ত জুটি

অস্ট্রেলিয়াকে চোখ রাঙাচ্ছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: সারা দিনে একবারও খেলা দেখেননি, কোনো মাধ্যমে খোঁজও নেননি;এমন কারও পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষের স্কোর দেখলে চমকে ওঠার কথা। আগের দিন যা ছিল ব্যাটসম্যানদের বধ্যভূমি, আজ সেটিই হয়ে উঠল বোলারদের জন্য মহাসড়ক! নাহ, পিচের আচরণ পুরোপুরি বদলে যায়নি, কিন্তু স্কোরবোর্ড তেমনই বলছে।

প্রথম দিনে ১৭ উইকেটের পতন দেখা পার্থ টেস্ট দ্বিতীয় দিনে দেখল মাত্র ৩ উইকেট। এই তিন উইকেট নিয়েছেন ভারতের বোলাররা। আর কোনো উইকেট যে পড়েনি, সেই কৃতিত্বও ভারতেরই। যশস্বী জয়সোয়াল ও লোকেশ রাহুলের উদ্বোধনী জুটিই কাটিয়ে দিয়েছে পুরো দুই সেশন। দ্বিতীয় ইনিংসে দুজনের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ১৭২ রান তুলে ভারত এখন পার্থ টেস্টে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানের লিড নেওয়া সফরকারীরা দ্বিতীয় দিন শেষে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এগিয়ে ২১৮ রানে। হাতে আছে পুরো ১০ উইকেট, ম্যাচ বাকি তিন দিন।

ম্যাচে ভারতকে সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা জয়সোয়ালের। ২২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ওপেনার দিন শেষ করেছেন ৯০ রানে অপরাজিত থেকে। দুপুরে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হওয়ার পর ব্যাট থেকে প্রথম দুটি বাউন্ডারি আসে তাঁর ব্যাট থেকেই। এর পর ধীরে ধীরে রানের জন্য ব্যাট চালাতে শুরু করেন রাহুলও। প্রথমে দুজনের জুটিতে দলীয় রান পঞ্চাশ পার করাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। আগের দিন এই রানে পৌঁছাতে ভারত হারিয়েছিল ৪ উইকেট, অস্ট্রেলিয়া ৬।

শুরুর ওই চাপ সামলাতে গিয়েই জয়সোয়াল-রাহুল দলের রান প্রথম ৫০-এ নিতে নিতে খেলে ফেলেন ১৫ ওভার। এরপর অবশ্য বেলা যত গড়িয়েছে, রানও এসেছে সহজে। দুজনে দলের রান ৫০ থেকে ১০০, এরপর ১০০ থেকে ১৫০ রানে নিয়ে গেছেন বড় কোনো অস্বস্তি ছাড়াই। নিজেরাও পেরিয়েছে ব্যক্তিগত ফিফটির মাইলফলক।

দিনের শেষ সেশনে অবশ্য জয়সোয়াল-রাহুলকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল উইকেট। স্টার্ক, কামিন্সদের কয়েকটি ডেলিভারি নিচু হয়েছে, অসম বাউন্সেরও দেখা মিলেছে।

এর মধ্যেই অবশ্য উইকেটে টিকে থেকে দারুণ কিছু মাইলফলক অর্জন করেছেন দুই ভারতীয়। দুজনের অবিচ্ছিন্ন ১৭২ রান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অতিথি দলের ওপেনিংয়ে ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। সর্বশেষ ২০১০ সালে মেলবোর্ন টেস্টে ১৫৯ রানের জুটি গড়েছিলেন ইংল্যান্ডের অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস ও অ্যালিস্টার কুক। আর অ্যাশেজের বাইরে অন্য কোনো দেশের অস্ট্রেলিয়ায় ওপেনিং জুটিতে সর্বোচ্চ ১৯৮৬ সালে সিডনিতে সুনীল গাভাস্কার ও ক্রিস শ্রীকান্তের ১৯১।

নিজেদের দুই পূর্বসূরিকে হয়তো আগামীকালই ছাড়িয়ে যাবেন জয়সোয়াল-রাহুল। ভারতের দুই ওপেনার ভেঙে দিতে পারেন আরেকটি পুরোনো রেকর্ডও। ২০১০ সালের অ্যাশেজে ব্রিজবেনে ৬৬.২ ওভার ব্যাট করেছিলেন স্ট্রাউস-কুক। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে নেমে আর কোনো বিদেশি দলের ওপেনিং জুটি ৫০ ওভার পার করতে পারেনি। জয়সোয়াল-রাহুলরা কাল সকালে তা ছাড়িয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়।

অবশ্য সবচেয়ে বড় অপেক্ষা অস্ট্রেলিয়াকে রান-চাপা দেওয়ার। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত মাইলফলকে নজর তো থাকবেই। ক্যারিয়ারের ১৫তম টেস্ট খেলতে নামা জয়সোয়াল এখন চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ১০ রান দূরে। আর রাহুলও চাইবেন ২০১৫ সালের পর অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম সেঞ্চুরি পেতে, যিনি দ্বিতীয় দিন শেষে অপরাজিত ৬২ রানে।

রাহুল-জয়সোয়াল দুই সেশন কাটিয়ে দেওয়ার আগে দিনের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে শেষ ৩ উইকেট নিয়ে ২৪.২ ওভারে ৩৭ রান যোগ করে। ৭ উইকেটে ৬৭ রান নিয়ে নামা দলটি এক শ পেরোয় মূলত মিচেল স্টার্কের ব্যাটে। নয়ে নামা এই বাঁহাতি ১১২ বল খেলে করেন ২৬ রান, যা বল ও রান দুই দিক থেকেই অস্ট্রেলিয়া ইনিংসের সর্বোচ্চ। ভারতের হয়ে ৩০ রানে ৫ উইকেট নেন যশপ্রীত বুমরা। এ নিয়ে কপিল দেবের পর দ্বিতীয় বোলার হিসেবে এশিয়ার বাইরে ৯ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন পার্থে অধিনায়ক হিসেবে খেলতে নামা এই পেসার।

ভারত ১৫০ ও ১৭২/২ (জয়সোয়াল ৯০*, রাহুল ৬২; হ্যাজলউড ০/৯)। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস ৫১.২ ওভারে ১০৪ (স্টার্ক ২৬, ক্যারি ২১, হেড ১১, ম্যাকসুয়েনি ১০; বুমরা ৫/৩০, হর্ষিত ৩/৪৮, সিরাজ ২/২০)।

জয়সোয়ালের ছক্কার নতুন রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ইনিংস ও দ্বিতীয় ইনিংসে কী বৈপরীত্য! বলা হচ্ছে পার্থে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্টের কথা। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলারদের দাপটে অলআউট হওয়ার আগে ১৫০ রান করেছিল ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে সেই ভারতের ব্যাটিংয়েরই অন্যরকম চেহারা।

প্রথম ইনিংসে ভারতের ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল ৮ বল খেলে কোনো রান না করেই আউট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে এখন পর্যন্ত তিনি অপরাজিত ৯০ রান করে। এই রান করার পথে টেস্ট ক্রিকেটের একটি রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন জয়সোয়াল। টেস্ট ক্রিকেটে এক পঞ্জিকাবর্ষে এখন সর্বোচ্চ ছক্কা মারা ব্যাটসম্যান ভারতের এই ওপেনারই।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে এখন পর্যন্ত দুটি ছক্কা মেরেছেন জয়সোয়াল। ৪৭তম ওভারের প্রথম বল প্রথম ছক্কাটি মেরে তিনি ছুঁয়ে ফেলেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে। ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের বর্তমান কোচ ম্যাককালাম ২০১৪ সালে ৩৩টি ছক্কা মেরে গড়েছিলেন রেকর্ড।

রেকর্ড ভাঙতে খুব বেশি অপেক্ষা করেননি জয়সোয়াল। ৫২তম ওভারের চতুর্থ বলে অস্ট্রেলিয়ান অফ স্পিনার নাথান লায়নকে ১০০ মিটার দূরত্ব পার করা এক ছক্কায় ছাড়িয়ে যান ম্যাককালামকে।

ম্যাককালাম ৩৩টি ছক্কা মেরেছিলেন মাত্র ৯ টেস্ট খেলে। জয়সোয়াল ৩৪ ছক্কা মেরেছেন ১২ টেস্টে।

২০২২ সালে ২৬টি ছক্কা মেরে এক পঞ্জিকাবর্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ ছয় মারা ব্যাটসম্যান ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। এরপর তালিকায় আছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (২০০৫ সারে ২২টি), ভারতের সাবেক ওপেনার বীরেন্দর শেবাগ (২০০৮ সালে ২২টি) ও ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ (২০০৪ সালে ২১টি)।

প্রীতি জিনতার হাতে ১৫৬ কোটি টাকা, দল সাজাতে চাইলেন পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০৮ সালে আইপিএলের পথচলা শুরু। তখন থেকেই টুর্নামেন্টে খেলে যাচ্ছে পাঞ্জাব কিংস। কিন্তু এখন পর্যন্ত ট্রফি ছুঁয়ে দেখা হয়নি পাঞ্জাবের। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আগের ১৭ মৌসুমের মধ্যে ১৫টিতেই প্লে-অফ পর্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ দশ আসরে একবারও লিগ পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি।

তবে শিরোপা জয়ের আশায় পাঞ্জাব যে এবার আটঘাট বেঁধে নামতে যাচ্ছে, তা বোঝা গেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পরিকল্পনা দেখে। সর্বশেষ স্কোয়াডের মাত্র দুজনকে ধরে রেখে বাকিদের ছেড়ে দিয়েছে পাঞ্জাব। ফলে আগামীকাল সৌদি আরবের জেদ্দায় শুরু হতে চলা মেগা নিলামে সবচেয়ে বেশি ১১০ কোটি ৫০ লাখ রুপি (১৫৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা) নিয়ে নামতে যাচ্ছে মালিকপক্ষ।

পাঞ্জাব কিংসের অন্যতম মালিক বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতা, তা সবার জানা। মালিকানায় আরও আছেন প্রীতির সাবেক প্রেমিক নেস ওয়াদিয়া এবং দুই ব্যবসায়ী মোহিত বর্মণ ও করণ পাল। খেলোয়াড় হাঁকডাকের আয়োজনে ঝড় তুলতে প্রীতি এরই মধ্যে জেদ্দায় পৌঁছে গেছেন। শুধু তা,ই নয়, দলকে ঢেলে সাজাতে ভক্তদের পরামর্শও চেয়েছেন ৪৯ বছর বয়সী অভিনেত্রী।

সৌদি আরবের বন্দরনগরী জেদ্দায় পৌঁছে প্রীতি যে হোটেলকক্ষে উঠেছেন, সেখানকার বারান্দা থেকে ধারণ করা লোহিত সাগর ও আশপাশের স্থাপনাগুলোর একটি ভিডিও আজ ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন।

ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ডিভাইস ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার থেকে বিরত থাকার সময় শেষ! আইপিএল নিলামে অংশ নিতে সৌদি আরবের জেদ্দায় পৌঁছে গেছি। দারুণ কিছু ঘোষণা পেতে এখানে চোখ রাখুন। এর আগ পর্যন্ত আমাদের নতুন দল সাজানোর জন্য সব ধরনের সুপারিশকে স্বাগত জানাই। দেখিয়ে দিন, আপনারা প্রস্তুত।’

মেগা নিলামের আগে পাঞ্জাব কিংস যে দুজনকে ধরে রেখেছে, তাঁরা হলেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান প্রভসিমরান সিং ও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শশাঙ্ক সিং। দুজনের কারও জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকায় (আনক্যাপড) কম খরচেই তাঁদের রেখে দিতে পেরেছে প্রীতির দল। প্রভসিমরানের জন্য ৪ কোটি রুপি (৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকা) ও শশাঙ্কের জন্য ৫ কোটি ৫০ লাখ রুপি (৭ কোটি ৭৮ লাখ টাকা) খরচ হয়েছে।

মেগা নিলামের নিয়ম অনুযায়ী, স্কোয়াড সাজাতে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ১২০ কোটি রুপি (প্রায় ১৭০ কোটি টাকা) খরচ করতে পারবে এবং সর্বোচ্চ ২৫ খেলোয়াড় কিনতে পারবে। প্রভসিমরান ও শশাঙ্কের পেছনে প্রীতির দলের ব্যয় হয়েছে সাড়ে ১৩ কোটি টাকার কাছাকাছি। ফলে দলটির ‘থলিতে’ এখনো ১৫৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা রয়ে গেছে, যা দিয়ে তারা আরও ২৩ ক্রিকেটারকে কিনতে পারবে। সবচেয়ে কম খেলোয়াড় ধরে রাখায় নিলামে সবচেয়ে বেশি চারটি আরটিএম (রাইট টু ম্যাচ) কার্ডও ব্যবহার করতে পারবে পাঞ্জাব।

শুধু দল ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রেই নয়, কোচিং স্টাফেও বদল এনেছে পাঞ্জাব। ট্রেভর বেলিসকে সরিয়ে কিংবদন্তি রিকি পন্টিংকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পন্টিংয়ের কোচিংয়ে ২০১৫ সালে চ্যাম্পিয়ন হয় মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, ২০২০ সালে রানার্সআপ হয় দিল্লি ক্যাপিটালস। নিলামে অংশ নিতে পন্টিংও গেছেন জেদ্দায়। তাঁর আগমনে প্রীতি পাঞ্জাব কতটা শক্তিশালী দল গড়তে পারে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

সেঞ্চুরি, সেঞ্চুরি, সেঞ্চুরি;টানা তিন টি-টোয়েন্টিতে ১০০ ছুঁয়ে তিলকের বিশ্ব রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫১, ৪১, ৫১; এগুলো কারও ব্যক্তিগত ইনিংস নয়। সর্বশেষ ৩টি প্রতিযোগিতামূলক টি-টোয়েন্টিতে তিলক বার্মা ১০০ রান করতে কত বল খেলেছেন, সেই সংখ্যা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচে সেঞ্চুরি করা তিলক আজ আবার সেঞ্চুরি করেছেন সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে। খেলেছেন ৬৬ বলে ১৫১ রানের ইনিংস।

আজ সেঞ্চুরি করে টি-টোয়েন্টির এক বিশ্ব রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন তিলক। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টানা ৩ ম্যাচে সেঞ্চুরি করা একমাত্র ক্রিকেটার এখন ভারতের এই বাঁহাতি।

রাজকোটে হায়দরাবাদের হয়ে মেঘালয়ের বিপক্ষে আজ তিলক ছক্কা মেরেছেন ১০টি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ ম্যাচেও মেরেছেন ১০টি ছক্কা, আগের ম্যাচে ৭টি। মানে সর্বশেষ ৩ ম্যাচে শুধু ছক্কাই মেরেছেন ২৭টি। এই ৩ ম্যাচে ১৬৯ বলে করেছেন ৩৭৮ রান!

আইপিএলে তিলকের পরিচয় ছিল এমন ব্যাটসম্যান, যিনি উইকেটে ধরে রেখে ১২০-১৩০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করতে পারেন। তবে গত কিছু দিন যা করছেন, তাতে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এই বাঁহাতি।

২০২৩ সালের আগস্টে আন্তর্জাতিক অভিষেক হলেও তিলক প্রথম এক বছর দলে থিতুই হতে পারেননি। আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন। অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে শিবম দুবের জায়গায় সুযোগ পেলেও একাদশে খেলার সুযোগ পাননি। এমন পরিস্থিতেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম সেঞ্চুরি পান ১৩ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। খেলেন ৫৬ বলে ১০৭ রানের অপরাজিত ইনিংস।

টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে এখন ৩ নম্বরে খেলেন ঋষভ পন্ত। এই জায়গাটা নেওয়ার জন্য একটি সেঞ্চুরি যথেষ্ট নয়। আর ভারত দিন শেষে পরীক্ষিত ক্রিকেটারদেরই সুযোগ দেয়। তিলকও দক্ষিণ আফ্রিকায় সুযোগ পেয়েছিলেন পন্তদের বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফির ব্যস্ততায়। আর সেটিরই সদ্ব্যবহার করেন পরের ম্যাচে ৪১ বলে সেঞ্চুরি করে। অপরাজিত থাকেন ৪৭ বলে ১২০ রান করে।

আর আজ যে ইনিংসটি খেলেছেন, তাতে এটা নিশ্চিত, তিলক টি-টোয়েন্টি দলে টিকতেই এসেছেন। মুম্বাই ইন্ডিয়ানস আইপিএলে তিলককে ৮ কোটি রুপিতে ধরে রেখেছে। তা না হলে আগামীকালের আইপিএল নিলামে দামটা আরও বাড়িয়েই নিতে পারতেন!

বিধ্বংসী বুমরার বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সন্দিহান অস্ট্রেলীয় সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: একজন বোলার অবলীলায় ইয়র্কার দিয়ে যাচ্ছেন, ধারাবাহিকভাবে একই চ্যানেলে বল ফেলে যাচ্ছেন কিংবা ব্যাটসম্যানদের ক্রমাগত বেকায়দায় ফেলছেন; বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্বে এমন বোলারের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ খুব সম্ভবত যশপ্রীত বুমরা।

ব্যাটসম্যানদের জমানাতেও আতঙ্ক ছড়িয়ে চলা বুমরা গতকাল থেকে আবারও আলোচনায়। পার্থ টেস্ট দিয়ে কাল শুরু হওয়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে তিনিই ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আগে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানে অলআউট হওয়ার পরও ৪৬ রানের লিড নিয়েছে বুমরার নৈপুণ্যের কারণেই।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইন আপ একরকম ধসিয়ে দিয়েছেন ৩০ বয়স বয়সী এই ফাস্ট বোলার। কাল প্রথম দিনে ৪ উইকেটের পর আজ দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ফিরিয়েছেন অ ে স ট ্ ল িয. া ব. উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারিকে। টেস্ট ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ১১ বার ইনিংসে কমপক্ষে ৫ উইকেট নিলেন তিনি, যা ভারতীয় পেসারদের মধ্যে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে ধসিয়ে দেওয়ার পর বুমরাকে নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। অস্ট্রেলিয়ানদের কারও কারও প্রশ্ন, তাঁর বোলিং অ্যাকশন আদৌ বৈধ কি না!

একজন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘এই অ্যাকশন নিয়ে যশপ্রীত বুমরা বল করার অনুমতি পেল কীভাবে? এটা তো পরিষ্কার চাকিং।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ফক্স ক্রিকেট বুমরার বোলিং কৌশল স্লো মোশনে বিশ্লেষণ করেছে। এ সময় আমি তাঁর (স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে) বাঁকানো কনুই ও চাকিং দেখতে পেলাম।’

তবে ভারতীয় সমর্থকেরা বিষয়টিকে দেখছেন ‘ষড়যন্ত্রের অংশ’ হিসেবে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোনো বোলার ভালো করলেই তাঁর বিরুদ্ধে লেগে পড়া অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য নতুন কোনো ঘটনা নয়।

এর সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী সম্ভবত মুত্তিয়া মুরালিধরন। ‘৯০-এর দশকে একাধিক ম্যাচে লঙ্কান কিংবদন্তির বোলিং অ্যাকশন অবৈধ প্রমাণ করতে যেন উঠেপড়ে লেগেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ৩ আম্পায়ার টনি ম্যাককুইলান, রস এমারসন ও ড্যারেল হেয়ার।

বুমরাও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের জন্য দুর্বোধ্য হয়ে ওঠায় তাঁর বোলিং অ্যাকশনও অবৈধ প্রমাণের চেষ্টা চলছে বলে মনে করেন ভারতের এক সমর্থক। তিনি লিখেছেন, ‘একদম মুরালির মতোই। এটা এমন কিছু, যা জন্মগতভাবে তৈরি হয়েছে। এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে (অভিযোগ দিতে) পারেন না।’

ইয়াহু স্পোর্টস অস্ট্রেলিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বুমরার বোলিং অ্যাকশনের সঙ্গে অন্য কারও মিল নেই, তা সবার জানা। অপ্রচলিত অ্যাকশনের কারণে তাঁর বল সামলানো কঠিন বলে মনে করেন অনেকে। তবে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির অন্যতম সম্প্রচারকারী চ্যানেল ফক্স ক্রিকেট কাল সাইড অ্যাঙ্গেল থেকে বুমরার বল ছাড়ার মুহূর্ত দেখানোর পর অনেকের মনেই বিস্ময় জেগেছে।

আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কোনো বোলার বল ছাড়ার সময় কনুই ১৫ ডিগ্রির বেশি বাঁকালে তা অবৈধ। বুমরাও বল করার সময় যে মাত্রায় কনুই বাঁকিয়ে থাকেন, তা ১৫ ডিগ্রির বেশি বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

একজন আম্পায়ারের কাছে যদি কোনো বোলারের অ্যাকশন সন্দেহজনক মনে হয়, তাহলে তিনি ম্যাচ রেফারির কাছে রিপোর্ট করতে পারেন। এরপর আইসিসি স্বীকৃতি বায়োমেকানিক্স টেস্টিং সেন্টারে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বোলারকে তাঁর অ্যাকশন পরীক্ষা করাতে হয়। কিন্তু বুমরার বোলিং অ্যাকশন নিয়ে আম্পায়াররা কখনো অভিযোগ জানাননি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

বোলিংয়ের সময় বুমরার কনুই বেশি বাঁকছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা আসলে চাকিং নয়। বরং অতিমাত্রায় প্রসারণ। যেটাকে শরীরবিদ্যার ভাষায় বলা হয় ‘হাইপারএক্সটেনশন’। অর্থাৎ জন্মগতভাবেই বুমরার কনুই স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি প্রসারিত হয়।

একজন মানুষের হাড়ের সংযোগস্থলগুলো স্বাভাবিক সীমার চেয়ে বেশি নড়াচড়া করলে সেটাকে বলা হয় ‘হাইপারমোবিলিটি’। এই হাইপারমোবিলিটির কারণেই সাইড অ্যাঙ্গেল থেকে বুমরার বোলিং অ্যাকশন অবৈধ মনে হয়।

এ ধরনের বোলিং অ্যাকশনের সঙ্গে কিছুটা মিল পাওয়া যায় পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ হাসনাইনের। তাঁর অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। আইসিসি,স্বীকৃত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা দেওয়ার পর অ্যাকশনে কোনো ধরনের ত্রুটি ধরা না পড়লে সে বছরের জুনে হাসনাইনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

কেন হাসনাইনের বোলিং অ্যাকশন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল, কেন বুমরাকে কখনোই পরীক্ষাগারে যেতে হয়নি;এর ব্যাখ্যা সেই সময়ই দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সাবেক বোলিং কোচ ইয়ান পন্ট।

এক্সে বুমরার বোলিং অ্যাকশনের ছবি পোস্ট করে পন্ট লিখেছিলেন, ‘আপনারা সহজেই তার (বুমরার) হাতের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত দেখতে পারছেন। নিয়ম হলো যখন এটা উলম্বের ওপরে থাকে, তখন কনুই ১৫ ডিগ্রির বেশি বাঁকানো যাবে না। আপনারা স্পষ্টভাবে তার বাহুর সামনের বাঁক দেখতে পারছেন। এটা অতি প্রসারণ। যে সব মানুষের হাড়ের সংযোগস্থলগুলো স্বাভাবিক সীমার চেয়ে বেশি নড়াচড়া করে, তাদের ক্ষেত্রে এভাবে বোলিং করায় কোনো বাধা নেই।

গত জুনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ডেভিড ওয়ার্নার অতীতে অনেকবার বুমরার মুখোমুখি হয়েছেন। বুমরাকে খেলা কেন কঠিন, ওয়ার্নার এর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন পার্থ টেস্ট শুরুর আগে, ‘বুমরার বলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাঁর অ্যাকশনের সঙ্গে অভ্যস্ত না থাকা। আপনি যদি ওর বল আগে না খেলে থাকেন, তাহলে বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।’

হাইপারমোবিলিটির কারণে বুমরা দুই ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকেন বলে মত ইংল্যান্ডের নটিংহাম ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেকানিক্স বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পল ফেলটনের। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি টেলিগ্রাফকে ফেলটন বলেছেন, ‘একটি বিষয় হলো সে অনেক বেশি সময় ধরে বল ধরে রাখতে পারে, যেটা গতি বাড়াতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়টি হলো বল ছাড়ার সময় সে ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি অবস্থানে যেতে পারে, যা ব্যাটসম্যানের রিঅ্যাকশন টাইম (বল ছাড়ার পর ব্যাটসম্যানের ব্যাটে পৌঁছানোর সময়) কমিয়ে দেয়।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**